আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

-- MAY 2016

Pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদক

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

প্রকাশনায়

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

Pdf By Syed Mostafa Sakib

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

সুন্নী জাগরণ

মে, সংখ্যা - ২০১৪

-ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব - হাওড়া
মুফতী মোখতার আহমাদ সাহেব - কাজী কোলকাতা
মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা
মুফতী নূর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম
শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাবিবী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা
মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল
মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল
শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন	২
২। নর ও নারীর সমান অধিকার	৩
৩। সংক্ষিপ্ত পরিচয় MSO	৪
৪। দ্বীনের খিদমাত করিবেন?	৬
৫। রুহানী মারকায	৭
৬। ইমাম আবু হানীফার সেমিনার	৮
৭। ফাতাওয়া বিভাগ	৯
৮। দাফনের সঠিক পদ্ধতি	২৩
৯। ইমাম আবু হানীফার উপরে কুইজ	২৪

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
Website - www.sunnijagaran.wordpress.com

নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন

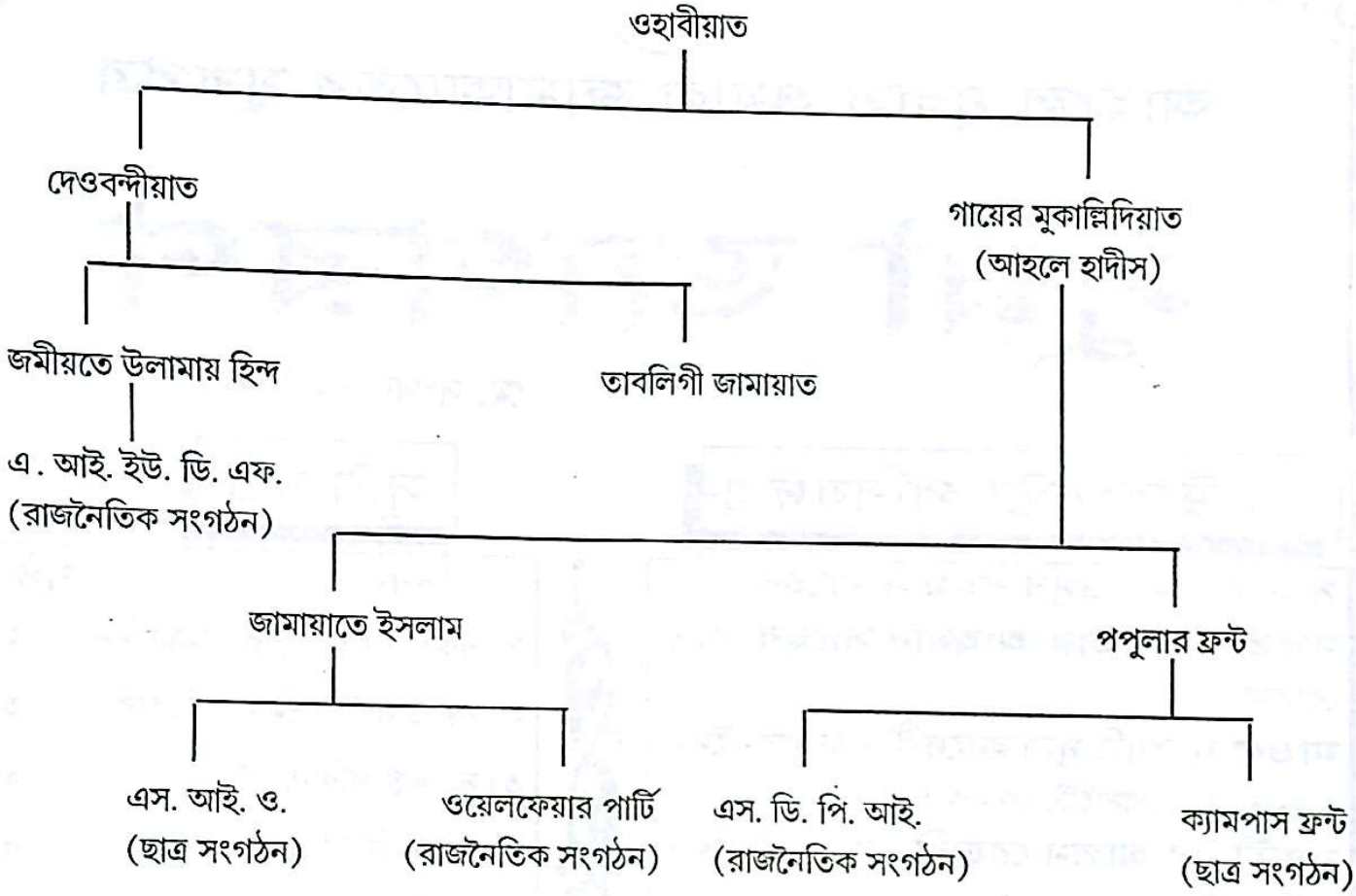

আপনি কে? নকশায় কাহাদের দেখিতেছেন? নিশ্চয় মাযহাবের দিক দিয়া আপনি হানাফী এবং তরীকার দিক দিয়া ক্বাদেরী অথবা চিশ্‌তী ইত্যাদি। নকশায় যাহাদের দেখিতেছেন ইহারা তো কেহই আপনার নয়। না ইহারা হানাফী, না ইহারা তরীকাপন্থী। আপনি ইহাদের বাহ্যিক ঠাঁটবাট ও কিছু আল্লাহ বিল্লাহ করা দেখিয়া নিজের মনে করিতেছেন! ইহাদের আকীদাহ সম্পর্কে আপনি কি অবগত রহিয়াছেন যে, ইহারা আপনার সম্পর্কে কি ধারণা রাখিয়া থাকে? ইহারা তো আপনাকে মুশরিক অথবা বিদয়াতী বলিয়া থাকে। কারণ, আপনি তাকলীদ করিয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে কোরয়ান ও হাদীসকে যথার্থ ভাবে না বুঝিবার কারণে ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে সামনে রাখিয়া শরীয়তের যাবতীয় মসলা মাসায়েল গ্রহণ করতঃ ইসলামী জীবন যাপন করিয়া থাকেন। এইজন্য আপনি হইলেন কাফের। নাউজু বিল্লাহ! এই কথা আমি জোর করিয়া বলিতেছি না, বরং ওহাবী তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ফিকহে মোহাম্মাদীর প্রথম খণ্ডে প্রথম পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে। অনুরূপ আপনি আউলিয়ায় কিরামদিগের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রাখিয়া থাকেন, আবার তাহাদের মাজারগুলিতে ফুল ও চাদর দিয়া থাকেন এবং মীলাদ কিয়াম করিয়া থাকেন। এইগুলি হইল জঘন্ন শির্ক ও বিদয়াত। এই প্রকারে শত মসলায় আপনাকে ইহারা ঘৃণা করিয়া থাকে।

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের কোন মানুষ কি কোন পীরের হাতে হাত দিয়াছে? কোন মাজারে কি কোন দিন ইহাদের সহিত আপনার সাক্ষাত হইয়াছে? ইহারা কি হায়াতে মওতে কোনদিন কোন আলেমকে ডাকিয়া মীলাদ কিয়াম, কুলখানী ও কোরয়ানীর ব্যবস্থা করিয়া থাকে? বরং আপনাকে এই সমস্ত কাজগুলি করিতে দেখিলে ইহারা জঘন্ন ভাষায় আপনাকে নিন্দা করিয়া থাকে। তাবলিগী জামায়াত হাড়ী খোলা হাতে ও কাঁধে নিয়া দ্বারে দ্বারে দ্বীনের দাওয়াত দিয়া বেড়াইতেছে। কোন দিন কি এই জামায়াতকে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

পীর ওলীর দরবারে দেখিয়াছেন? নিশ্চয় দেখেন নাই। তবে কেমন করিয়া ইহাদিগকে নিজের মানুষ মনে করিতেছেন? খুব স্মরণ রাখিবেন, যাহারা দ্বীনের দুশমনদিগকে চিনিতে না পারিয়া থাকে তাহাদের দ্বীন ও ঈমান নিরাপদ নয়।

আপনি তো গওস পাক, খাজা আজমিরী প্রমুখ আউলিয়ায় কিরামদিগের উরূস, ফাতিহা করিয়া থাকেন এবং তাহাদের জীবনের উপরে উলামাদিগের জবানে বহু আলোচনা শুনিয়া থাকেন। আহলে হাদীসদের সম্মেলনে, তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমায় ও জামায়াতে ইসলামীদের সভা সমিতিতে কি কোন দিন গওস পাকের জীবনের উপরে, খাজা বাবার কারামাত সম্পর্কে আলোচনা করিতে শুনিয়াছেন? নিশ্চয় শোনেন নাই। ভারতে ইসলাম আউলিয়ায় কিরামদিগের দ্বারায় প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, না ওহাবীদের দ্বারায়? মিষ্টার মৌদূদীর তো শতাধিক বই পুস্তক। হাজার হাজার পৃষ্ঠা লিখিয়াছেন। কোন বইয়ের মধ্যে আউলিয়ায় কিরামদিগের শান মান ও কারামাত সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখিয়াছেন? না আউলিয়ায় কিরামদিগের কাছে কি ইসলাম ছিল না? যদি মিষ্টার মৌদূদীর ধারণায় আউলিয়ায় কিরামদিগের কাছে ইসলাম থাকিতো, তাহা হইলে তিনি নতুন করিয়া 'জামায়াতে ইসলাম' করিতে যাইতেন না। আউলিয়ায় কিরাম কি দ্বীনের তাবলীগ করিয়া যান নাই? বর্তমানে পীর দরবেশগণ কি দ্বীনের তাবলীগ করিতেছেন না? আউলিয়ায় কিরামদিগের তাবলীগকে যদি দেওবন্দীরা দ্বীনী তাবলীগ মনে করিতো, তাহা হইলে তাহারা নতুন করিয়া তাবলিগী জামায়াত বাহির করিত না। এইবার আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন! আউলিয়ায় কিরামগণের ইসলাম গ্রহন করিবেন, না মৌদূদী মার্কা ইসলাম নিবেন? আউলিয়ায় কিরামদিগের তাবলীগ গ্রহন করিবেন, না দেওবন্দী মার্কা তাবলীগ নিবেন? হুঁশিয়ার না হইলে সর্বনাশের শেষ থাকিবে না।

নর ও নারীর সমান অধিকার?

ইহা কেমন করিয়া সম্ভব! রাজা ও প্রজার অধিকার একপ্রকার নয়, ইমাম ও মুক্তাদীর অধিকার এক প্রকার নয়, পীর ও মুরীদের অধিকার এক প্রকার নয়, গুরু ও শিষ্যের অধিকার এক প্রকার নয়; তবে নর ও নারীর অধিকার কেমন করিয়া এক প্রকার হইবে! এ কথা কেহ তো বলিতে পারিবে না যে, সবার সম্মান ও অধিকার এক প্রকার। কেহ সম্মান দিয়া থাকে, কেহ সম্মান নিয়া থাকে। কেহ অধিকার দিয়া থাকে, কেহ অধিকার নিয়া থাকে। অন্যথায় পৃথিবী অচল হইয়া যাইবে। তবে সংসার জীবনে নর ও নারী, স্বামী ও স্ত্রী কেমন করিয়া সমান অধিকার পাইতে পারে! আল্লাহ তায়ালা উভয়ের গঠনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য করিয়া দিয়াছেন। উভয়ের দৈহিক অবস্থা বলিতেছে যে, উভয়ের সৃষ্টি রহস্যে স্রষ্টার পৃথক পৃথক উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কেবল তাই নয়, স্রষ্টা নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, কে রাজা হইবে এবং কে হইবে প্রজা। আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন - পুরুষগণ নারীদের নেতৃত্ব দিবে। আরো ঘোষণা করিয়াছেন, বিবাহের বন্ধনটি পুরুষের হাতে। আরো ঘোষণা করিয়াছেন, রমনীর পানাহার পুরুষের দায়িত্বে। পুরুষ মোহর দিয়া বিবাহ করিবে এবং পুরুষই তালাক দিয়া বিবাহ বন্ধন খুলিয়া ফেলিবে। এইগুলি হইল পুরুষের অধিকার। এখন নারী জোর করিয়া অধিকার আদায় করিবো বলিলে অনোধিকার হইয়া যাইবে, ইসলামকে অমান্য করা হইবে ও সৃষ্টি হইয়া স্রষ্টার বিরোধীতা করা হইবে। অনোধিকার ভাবে অধিকার আদায় করিতে গেলে সংসার সর্বনাশ হইয়া যাইবে।

ইসলাম নারীকে যেখানে রাখিয়া যে সম্মান দিয়াছে সেখানে থাকিয়া সেই সম্মান নেওয়া নারীর জন্য জরুরী। অন্যথায় নারীর শান্তিময় জীবন নারে - আগুনে পরিণত হইয়া যাইবে। সুতরাং নারীর জন্য সমান অধিকারের দাবী মনের মাঝে দাফন করিয়া দেওয়া উচিত। ইসলাম নারীকে না নবুওয়াত দিয়াছে, না রিসালাত। অনুরূপ না তাহাকে খিলাফত দিয়াছে, না ইমামাত। কারণ, তাহার সৃষ্টি রহস্যে অনেক দিক দিয়া দুর্বলতা রহিয়াছে। সে মাসে মাসে মাসিক অবস্থায় না কোরয়ান শরীফ স্পর্শ করিতে পারিবে, না নামাজ পড়িতে পারিবে, না রোজা রাখিতে পারিবে। আবার পেটে সন্তান আসিয়া গেলে দিনের পর দিন দুর্বল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইতে থাকিবে। প্রসবের পরে কখনো দীর্ঘ দিন পর্যন্ত না নামাজ, না রোজা, না তিলাওয়াত করিতে পারিবে। এই সমস্ত অবস্থায় নারীর নির্জন বাসের প্রয়োজন। তাই তাহার দ্বারায় না নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব, না খিলাফাত ও ইমামাতের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। তবে সমান অধিকার কিসের?

ইসলাম নারীর উপরে না জুময়া, না জানাজা, না ঈদ, না বকরাঈদকে ফরজ অয়াজিব করিয়া দিয়াছে। তবে সে কেন এইগুলির দায়িত্ব জোর করিয়া নিতে যাইবে? পুরুষদের ন্যায় নারীরা যদি লাশের খাটিয়া কাঁধে নিয়া কবরস্থানে পৌছিতে চায়, তাহা হইলে তাহা কি খুব মানানসই কাজ হইবে? নারীরা তো মাতারই জাত। তবে তাহাদের দ্বারায় আমরা ভারি কাজ করাইয়া নিবো কেন! সন্তান তো মাতার সম্মানের দিকে তাকাইবে। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নবীদিগের সরদার হইয়াও দুধ মাতা হজরত হালীমার জন্য দাঁড়াইয়াছেন। ইহার থেকে বড় সম্মান আর কি রহিয়াছে! এই সম্মানে সন্তুষ্ট না হইয়া যদি নারী পুরুষের মতো সর্বত্রে স্বাধীনতা চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে পরিনাম কোন্ পর্যায়ে পৌছিয়া যাইবে তাহা দুনিয়ার সামনে অপ্রকাশ নয়। সংবাদ পত্র খুলিলেই নারীর দুর্দশার কথা দেখা যাইতেছে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

Muslim Students Organisation of India
M S O (Regd)

Website - www.msoofindia.org

WEST BENGAL UNIT
G 23, Bangal Basti,
Gardenrich, Kolkata - 24
Ph. 9153084215, 9476175307
E-mail - msocontact@gmail.com

HEAD OFFICE
4414-18/7 Zeenatul Masjid
(Ghata Masjid)
Anasari Road, Darya Gang,
New Delhi - 2
Ph. - 011-23271848, 09289374810
E-mail - msoofindia@gmail.com

মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (MSO) ১৯৮৩ সালে আলীগড় মুসলিমস ইউনিভার্সিটি, আলীগড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ১৯৯৩ সালে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সোসাইটিজ অ্যাক্টে রেজিষ্ট্রিকৃত করা হয়।

আল হামদু লিল্লাহ, এটি অত্যন্ত সফলভাবে লক্ষ লক্ষ ছাত্র ও যুব সমাজকে শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক পথে চালনা করছে। শ্রদ্ধেয় উলামা, বুজুর্গ ও রাজনীতি নিরপেক্ষ সর্বজনগ্রাহ্য মুসলিম নেতাদের সমর্থন ও দিক নিদের্শনা MSO এর সঙ্গে সব সময় বর্তমান।

এই সময়ে ঃ- ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত রাজ্য ও বেশ কিছু ইউনিভার্সিটিতে MSO কায়েম আছে এবং মুসলিম ছাত্র যুবসমাজের কণ্ঠস্বর ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করা ও দূরদূরান্তে ছড়ানোর কাজ করে চলেছে।

MSO -র বিশেষত্ব ঃ- (১) ভারতের সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন। (২) একমাত্র অরাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন। (৩) সরকার স্বীকৃত একমাত্র মুসলিম ছাত্র সংগঠন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ- (১) মুসলিমদের সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজ করা। (২) নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধের বিকাশসাধন এবং সমাজের গভীর থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করা। (৩) যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা ও উন্নত সমাজের উন্নত নাগরিক তৈরী করা। জাতির সার্বিক উন্নতিতে মানব সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করা। (৪) ভারতীয় মুসলিমদের জন্য ধার্মিক ও বুদ্ধিজীবী নেতৃত্ব গঠন করা। (৫) সারা দেশে সাক্ষরতা ও শিক্ষা সচেতনতার প্রসার করা। (৬) আপদকালীন দাতব্য ও সেবামূলক কাজ করা। (৭) বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির, রক্তদান শিবির ও অন্যান্য কাজ সমূহের আনজাম দেওয়া। (৮) প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং ছাত্র সমাজকে উচ্চ শিক্ষার দিশা দেখানো। (৯) ক্যাম্প করে পেশাগত ও শিক্ষাগত পরামর্শদান। (১০) দেশপ্রেম, সৌভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো।

MSO ঃ- MSO-র সর্বপ্রধান লক্ষ্য - জাতিকে দায়িত্ববান ও সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে ভারতীয় মুসলিম যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং আগামী শতকে দেশের উন্নতিতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।

MSO-র আবেদন ঃ- একবার ভাবুন - (১) সংখ্যায় প্রচুর হওয়া সত্বেও সমস্তক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে কেন ..... কেন..... কেন? কারণ আমরা দ্বীন ও দুনিয়াকে আলাদা করে ফেলেছি। কিন্তু সফলতা নিহিত আছে ইসলামকে মেনে চলার মধ্যেই, যেটি হল পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং আমরা কী করতে পারি? (২) দৈনন্দিন জীবনে ফরজ সমূহের সঙ্গে নিচের কাজগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (ক) আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে ছাত্র-যুবদের মহান কুরআন ও সুন্নাতের দিকে আহ্বান করতে হবে। (খ) ছাত্র-যুবদের MSO-র ব্যাপারে বলতে হবে। মুখে, SMS বা E-mail এর মাধ্যমে। (গ) ভালো ভালো বই পুস্তক শিক্ষা করতে হবে। (ঘ) MSO হেড অফিস অথবা আঞ্চলিক অফিসের সহায়তায় আপনার এলাকায় একটি শাখা কায়েম করুন। (ঙ) MSO-র অফিস অথবা সুন্নী ওয়েবসাইট থেকে ভালো লেখা নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দিন। (চ) msoofindia@gmail.com এর মাধ্যমে সরাসরি MSO হেডঅফিসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। (ছ) www.msoofindia.org ও sunninews.wordpress.com সাইটগুলি নিয়মিত দেখুন এবং MSO of India তে যোগদিন Orkut.com এই সাইটে। (জ) ভেবে দেখুন - দাওয়াতে ইসলামের কাজে আপনি কী কী করতে পারেন। সেগুলি MSO এর সঙ্গে সংঘবদ্ধভাবে করুণ। নিজেকে খুব স্বাভাবিক ভাবে যে কোন মানবিক কাজের জন্য তুলে ধরুন। (ঝ) ইসলামকে জানতে, লেখা পেতে ও গজল শুনতে নিচের সাইটগুলি দেখুন - islamicacademy.org, yanbi.com, raza.co.za, razaacademy.com, ja-alhaq.com, islamieduation.com, internationalssuficentre.org.

শুরু হলো MSO এর তত্বাবধানে Islamic Education Board স্বীকৃত Certificate এবং Diploma Course আগ্রীহী ছাত্র-ছাত্রীরা যোগাযোগ করুণ।

সবিনয় নিবেদন

হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের প্রাককালে মানুষের হাতে আগুন রাখা অপেক্ষা ঈমান রাখা কঠিন হবে। আজ আমরা সেই সংকটময় সময়ের সম্মুখীন। আমাদের অমূল্য ঈমানকে লুণ্ঠন করার জন্য নিত্য নতুন কলাকৌশল অবলম্বন করে সামনে হাজির শয়তানের সেনাবাহিনী। ইসলামী শিক্ষা যথেষ্ট না থাকার কারণে ঐ শয়তানী চক্রের যাতাকলে আমরা পিষ্ট হচ্ছি। মনোরম মুখোশ পরিধান করে এই চক্র আমাদের দোরগোড়ায় হাজির। আর আমরা না বুঝে তাদের মুখোশের ফাঁদে প্রতিনিয়ত পা ফেলছি। তালিবান, তাবলীগ, জামাত, ইসলাম, দ্বীন - এইসব আরবী শব্দের লেবেল নিয়ে কত দল হাট, বাজার, গ্রাম, শহর মাতিয়ে দিচ্ছে। এইসব দলগুলিকে ইশলামী ছাঁকনীতে ফেললে সহজেই বোঝা যাবে যে, ইসলামের সঙ্গে এদের দুশমনী ছাড়া দোস্তি নেই। কারণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

১৪ শত বছর আগে ইহুদীরা ইসলাম, বিশ্বনবি মুস্তাফা আর তাঁর সাহাবাবর্গের বিরুদ্ধে যে মিশন পরিচালনা করেছিল আজ সেই চেষ্টা এইসব দলগুলি দ্বারা সাধিত হচ্ছে। এইসব দলগুলির মধ্যে কিছু আছে যারা ধর্মের বাহ্যিক দিক নিয়ে এমন মত্ত হয়ে আছে যা দেখলে মনে হবে তারাই ইসলামের ধারক ও বাহক। ১৪শ বছর আগে থেকে ইহুদীরা একই থিওরী প্রয়োগ করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত ও বিভেদ সৃষ্টি করেছে। যুগযুগ ধরে চলে আসা ইসলামী রেসম, রেওয়াজকে কোরন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে ইহুদীদের দালাল ঐসব দলের গোমরাহ নায়করা পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, সিডি-টিভি প্রভৃতির মাধ্যমে নাজায়েজ, হারাম, বেদাত, শির্ক তকমা লাগিয়া মুসলিম সমাজে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি করছে। আর কিছু দল আছে যারা ধর্মের মুখোস পরে পার্থিব, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ব্যবস্থা করে। ঐসব দলের আমীর, লিডার, নেতাদের রাস্তাঘাটে দেখলে বোঝা যাবে না এরা আস্তিক না নাস্তিক। এরাই আবার সভা সমিতিতে আপনাকে জিহাদে ডাক দিবে অথবা শুদ্ধিকরণে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানাবে। এইসব কুখ্যাত নায়কদের কারণে বিশ্বমানবের কাছে আয়নার মত স্বচ্ছ ইসলাম ধর্ম আজ কলুষিত। তাই আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, বাজার থেকে যাচাই না করে কোন বই, সিডি কিনবেন না। কারণ এক বালতি দুধে একফোটা মূত্র পড়লে যেমন পান করা ক্ষতিকর যদিও দুধের রঙ পরিবর্তন হয় না। তেমনি বাজারের বইগুলিতে কোরণ হাদীসের অপব্যাখ্যা সহজে ধরা যায় না। আপনি কোন বই বা সিডি সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ইসলামী আকিদা সম্পর্কে জানতে পড়ুন ঃ কানযুল ঈমান, ফয়যানে সুন্নাত, বাহারে শরীয়ত, আনওয়ারে শরীয়ত, জা'আল হক, কে সেই মহানায়ক, সলাতে মুস্তাফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা, জগদগুরু মুহাম্মদ, মুহাম্মদ নূরুল্লাহ, নারীদের প্রতি এক কলম, তিন প্রসঙ্গ, কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত, শরীয়তের হক ফয়সালা।

Islam, Jihad & Terrorism. A Fair Success. Beacons of Hope, Divine vision. Islam & Sufism.

ফ্রি লাইফটাইম ইসলামী SMS পেতে JOIN AHLESUNNAH লিখে পাঠান 567678 নম্বরে।

দ্বীনের খিদমাত করিবেন ?

যেহেতু আমাদের সমাজের সামনে বহু রকমের সমস্যা আসিয়া গিয়াছে। প্রথম সমস্যা হইল যে, সমাজ অনৈসলামিক স্রোতে ভাসিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সমস্যার মুকাবিলা করা কঠিন। দ্বিতীয় সমস্যা হইল যে, মানুষ ইসলাম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞতার কারণে এবং আর্থিক লোভ লালসায় লিপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে খৃষ্টান ও কাদিয়ানীমুখি হইয়া পড়িতেছে। অবশ্য এই সমস্যাটি এখনো পর্যন্ত ব্যাপক রূপ ধারণ করিতে পারে নাই। তৃতীয় সমস্যা হইল যে, ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া সমাজের সর্বস্তরে পৌছিয়া গিয়াছে। সাধারণ থেকে সর্ব শ্রেণীর মানুষ ইহাদের জালে পড়িয়া গোমরাহ হইতেছে। সুন্নী মুসলমানদের সব চাইতে বিপদের কারণ হইল ওহাবী সম্প্রদায়। ইহাদের কাছে মানুষকে গোমরাহ করিবার বহু হাতিয়ার রহিয়াছে। এখন আপনি কি ভাবে বাঁচিবেন এবং সমাজকে বাঁচাইবার জন্য কি প্রকার দ্বীনী খিদমাত করিবেন?

(ক) প্রথমে নিজের বাড়ি থেকে ওহাবী দেওবন্দীদের সমস্ত বই পুস্তক বাহির করিয়া দিবেন এবং সুন্নীদের কিতাব পত্র সংগ্রহ করিবেন। সব সময়ে আমার লেখা বই পুস্তকের একটি সেট বাড়িতে রাখিবার অবশ্যই চেষ্টা করিবেন।

(খ) দ্বীনের খিদমাতের জন্য সম্ভব হইলে একটি সেট নিয়া মসজিদ মাদ্রাসায় দিয়া দিবেন। কোন সময়ে বড় ধরনের দান খয়রাত করিবার ইচ্ছা করিলে আমার বই পুস্তকগুলির মধ্যে কোন একটি ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরন করিবার চেষ্টা করিবেন। একদিনে কোন বড় ধরনের খানা পিনা না দিয়া একটি বই ছাপাইয়া বিনা পয়সায় দান করিলে বহুগুনে বেশি সওয়াব হইবে। কিংবা নিজের সামর্থানুযায়ী দশ বিশখানা পত্রিকা নিয়া মানুষের হাতে তুলিয়া দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(গ) আপনার হাতের পত্রিকাটি ৫০/১০০ পিস সংগ্রহ করিয়া নিবেন। সেগুলি এলাকায় পয়সার বিনিময়ে মানুষের হাতে তুলিয়া দিন। যদি ইহা একার পক্ষে সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিছু বুদ্ধিজীবি মানুষদের সহিত পরামর্শ করতঃ কাজটি করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(ঘ) যাকাত, ফিৎরা ও কোরবানী ইত্যাদির পয়সা থেকে একটি অংশ নিয়া এই বই পুস্তকগুলি ক্রয় করতঃ মানুষের হাতে তুলিয়া দিবেন। কেহ যদি যাকাত ফিৎরার সমস্ত টাকায় বই পুস্তক ক্রয় করতঃ মানুয়ের হাতে তুলিয়া দিয়া থাকে, তাহাও জায়েজ হইবে বরং বেশি সওয়াব হইবে।

(ঙ) যদি কিছুই সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে কমপক্ষে হাতের পত্রিকাটি নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া নিজে পাঠ করিবেন, বাড়ির সবাইকে পাঠ করিতে বলিবেন। পরে অন্যদের হাতে দিয়া পড়াইবার চেষ্টা করিবেন।

রুহানী মারকায

আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারগুলি হইল রুহানী মারকায। যুগ যুগ থেকে মানুষ ওলী আউলিয়াদিগের মাজারে হাজির হইয়া রুহানী ফায়েজ হাসেল করিয়া আসিতেছে। আলেম উলামা তালেব তোলাবা শায়েখ মাশায়েখগন পর্যন্ত ওলীগনের মাজারে হাজির হইয়া থাকেন। বর্তমানে বহুস্থানে উরূস শরীফ উপলক্ষে মানুষ মেলা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। উরূস শরীফ অবৈধ নয়। বরং কেবল জায়েজ নয়, বরং মুস্তাহাব। কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় উরূসকে অপবিত্র করিয়া ফেলিতেছে। যেমন উরূস শরীফের বিজ্ঞাপনে মেলা বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। সেখানে গান বাজনা থেকে আরম্ভ করিয়া মেলায় যাহা কিছু হইয়া থাকে তাহা সবই হইয়া থাকে। এই প্রকারে উরূসগুলিকে অপবিত্র করা হইতেছে।

উরূস শরীফ জায়েজ। তাই বলিয়া নকল মাজার তৈরি করতঃ উরূস করাতো জায়েজ হইবে না। বহু জায়গায় রাতারাতি মাজার তৈরি হইয়া যাইতেছে। উরূস শরীফ করিবার জন্য কিছু আলেমকে দাওয়াত করিয়া দেওয়া হইতেছে। দুই এক বৎসর পরে এই উরূসকে মেলায় পরিণত করা হইতেছে। এই সমস্ত নকল মাজার ও উরূস নাম দিয়া যে মেলা করা হইতেছে, এই ব্যাপারে এলাকায়ী উলামায় কিরামদিগের কোন একটি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত। অন্যথায় ওহাবী দেওবন্দীদের নাক উঁচু করিয়া সুন্নীদের বিপক্ষে কথা বলিবার সুযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। আবার যে সমস্ত মাজারের সঠিক ইতিহাস রহিয়াছে কিন্তু ভণ্ড খাদেমেরা পেট পুজারী হইয়া অবৈধ রোজগারের রাস্তা প্রশস্ত করিবার জন্য মাজারকে খোলা দ্বার করিয়া দিয়াছে যে, সেখানে মেয়ে মরদ অবাধে উপস্থিত হইয়া যাহা খুশি তাহাই করিতে থাকিবে কিন্তু কাহারো কিছু বলিবার নাই। এই খাদেমরা হইল আসলেই হারামখোর। ইহারা পেটের জন্য পয়সা রোজগার করিয়া থাকে না, বরং পেটে আগুন ভরাইয়া থাকে। ইহাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সাবধান করিবার প্রয়োজন যে, এই প্রকার খাদেমদের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ না করিয়া নিজেরা নিয়মিত আদব কায়দায় যিয়ারতের কাজ সমাপ্ত করিয়া আসিবে। তবে যে সমস্ত মাজারে উরূস শরীফের সময়ে ব্যাপক ভাবে অবৈধ কাজ হইয়া থাকে সেই সব জায়গায় উরূসের সময়ে হাজিরী না দিয়া অন্য সময়ে যাওয়াই ভাল। খবরদার! কোন সুন্নী যেন মাজারে মহিলা সঙ্গে নিয়া হাজির হইয়া না থাকেন। অন্যথায় আপনি তো ফায়েজ পাইবেন না। উপরন্তু পাপী হইয়া যাইবেন। বর্তমানে কামেল পীর ফকীরগন বলিতেছেন যে, মাজার থেকে কাল যে ফায়েজ হাসেল হইয়াছে আজ আর তাহা হাসেল হইতেছে না। কারণ, মাজারগুলিকে বিভিন্ন বেশারা কাজে অপবিত্র করা হইতেছে।

ত্বালিবুল ইল্ম! ইন্‌য়াম নিবেনা ?

আমার স্নেহের ত্বালিবুল ইল্ম! আমি তোমাকে পুত্রের মতো পাশে পাইতে চাহিতেছি। সুতরাং প্রথমে আমার মনের করুণ কথা কান দিয়া শোনো। ইমাম আ'যম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহি হইলেন ইল্মে ফিকহের প্রথম

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম। তাহার রচিত ফেকাহ অনুসরণ কারীদিগকে হানাফী বলা হইয়া থাকে। এই মাযহাবটি হইল বিশ্বের সবচাইতে বড় মাযহাব। বিশেষ করিয়া অখণ্ড ভারত হইল হানাফী প্রধান দেশ। সুলতানী আমলের আগে থেকে এই দেশ হানাফী। মোগল রাজা বাদশাগন হানাফী হইয়া কয়েক শত বৎসর দেশ শাসন করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাদশা ঔরঙ্গ জেব আলামগীর জগত বিখ্যাত উলামায় কিরামগণকে নিয়া এক সেমিনারের মাধ্যমে ফাতাওয়ায় আলামগিরী লিখাইয়া হানাফী মাযহাবকে হিমালয় পর্বত অপেক্ষা মজবুত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, মোগল সাম্রাজ্য পতনের পর ব্রিটিশ প্রিয়ডে জন্ম ভারতীয় ওহাবীরা আজ হানাফীদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে যে, হানাফীরা হাদীস মানিয়া থাকে না। কেবল ইমাম আবু হানীফর কেয়াসী কথা মতো চলিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া সৌদীর রিয়ালখোর খৃষ্টান মার্কা মুসলমান গোমরাহ জাকির নায়েককে টেলিভিশনের পরদায় পাইয়া তাহার নিকট থেকে হানাফী মাযহাব বিরোধী বক্তব্য শুনিয়া শত শত হানাফী মানুষ গোমরাহ হইয়াছে। বহু মানুষ নামাজের ফিগার পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া নিয়াছে। এই মুহূর্তে আমি আমার সুন্নী ত্বালিবুল ইল্মদিগকে পাশে পাইতে চাহিতেছি। যদি তোমরা আমার প্রস্তাবে সাড়া দিয়া আমার পাশে আসিয়া একটু সাহায্য করিতে পারো, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আমার সামর্থানুযায়ী পুরস্কার প্রদান করিবো।

(ক) নামাজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি বিষয়ের উপরে হাদীস মুখস্ত শোনাইতে হইবে।

(খ) কান পর্যন্ত হাত উঠাইতে হইবে, নাভীর নিচে হাত বাঁধিতে হইবে, রাফয়ে ইয়াদাইন করিতে হইবে না, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা নাজায়েজ, আমীন আস্তে বলিতে হইবে ইত্যাদি।

(গ) সমস্ত হাদীসগুলি আমার নিকট থেকে নিতে হইবে।

(ঘ) বড় জনসভায় অনেক আলেম উলামার সম্মুখে শোনাইতে হইবে।

(ঙ) হাদীসগুলির অনুবাদসহ শোনাইতে পারিলে খুবই ভাল হইবে। অন্যথায় কেবল আরবী ইবারত শোনাইয়া দিলে হইবে।

ইন্‌য়াম ঃ- (ক) মাথায় পাগড়ী পরিধান করানো হইবে।

(খ) নির্দিষ্ট দিনে যাতায়াতের ব্যয় বহন করা হইবে।

(গ) পত্রিকায় পরিচয় করানো হইবে।

(ঘ) সবার সিদ্ধান্তে যাহারা নাম্বার বেশি হইবে তাহার জন্য বিশেষ পুরস্কার থাকিবে।

ইমাম আবু হানীফার সেমিনার

ইল্মে ফিকাহ হইল বহুত বড় শরীয়তী সম্পদ। এই সম্পদ সবাই পাইয়া থাকে না। যাহাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ করুণা রহিয়াছে তাহারা এই সম্পদের মালিক হইয়াছেন। আলেম হইলেই ফকীহ হইবেন এমন কথা নয়। কিন্তু ফকীহ হইলে আলেম হওয়া জরুরী। সাহাবায় কিরাম হাজার হাজার হাদীসের হাফেজ ছিলেন কিন্তু সবাই ফকীহ ছিলেন না। ফকীহ বা মুজতাহিদ সাহাবা মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন ছিলেন। অনুরূপ পরবর্তীকালে যখন আইম্মায়ে দ্বীনদের যুগ আসিয়াছে, তখন শত শত মুহাদ্দিস ছিলেন যাহারা হাজার হাজার হাদীসের হাফেজ। কিন্তু তাহারা সবাই ফকীহ বা মুজতাহিদ ছিলেন না।

ইমাম আবু হানীফা ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস। তিনি পাঁচ লক্ষ হাদীসের হাফেজ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন উচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ। যেহেতু তিনি ইল্মে ফিকহের উপরে দায়িত্ব নিয়া ছিলেন। এই কারণে তিনি মুহাদ্দিস বলিয়া বিখ্যাত না হইয়া ফকীহ বা মুজাতাহিদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। দুনিয়ার সব চাইতে বড় অংশটি তাঁহার ফিকাহ অনুযায়ী চলিয়া থাকে। যাহারা ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ অনুযায়ী চলিয়া থাকে তাহাদের বলা হইয়া থাকে হানাফী। হাজার বৎসর পার হইয়া গিয়াছে ইমাম অবু হানীফার মাযহাব। আর অখণ্ড ভারত সুলতানী আমলের আগে থেকে হানাফী দেশ। বিশেষ করিয়া মোগল রাজা বাদশাগন সবাই ছিলেন হানাফী। বিশেষ করিয়া বাদশা আলামগীর আলাইহির রহমা জগৎ বিখ্যাত উলামায় কিরামদিগের দ্বারায় ফাতাওয়ায় আলামগিরী লেখাইয়া হানাফী মাযহাবকে হিমালয় অপেক্ষা মজবুত করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়াছেন। আজো অখণ্ড ভারতের মুসলিমদের প্রতি শতকে ৯০/৯৫ জন হানাফী। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে, ব্রিটিশ প্রিয়ডে জন্ম যাহাদের এই প্রকার কিছু মানুষ হানাফীদিগকে এই বলিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানিতেন না। তিনি কেবল কেয়াস করিয়া কথা বলিতেন। আর হানাফীরা হাদীস না মানিয়া কেবল ইমাম আবু হানীফার কেয়াসী কথা মানিয়া থাকে মাত্র। এই কথাটি একেবারে ওহাবীদের পরিকল্পিত কথা।

সব সময়ে একটি কথা মনে রাখিবেন যে, ইমাম আবু হানীফার কথা তো অনেক উচ্চাংঙ্গের কথা। তাঁহার শিষ্যদের মত একজন আলেম বর্তমান দুনিয়াতে নাই। তবে কি ইমাম আবু হানীফা ও তাঁহার শিষ্যগন হাদীস জানিতেন না! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। যদি কোন মসলা সরাসরি কোরয়ান ও হাদীসে না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তো কেয়াস করা ছাড়া কোন উপায় নাই। এই রকম পর্যায় সামনে আসিলে ইমাম আবু হানীফা কেয়াস করিতেন। ইহা তো কোন দোষের কথা নয়, বরং শরীয়তের নির্দেশ।

ইমাম আবু হানীফার শাগরিদদের সংখ্যার শেষ নাই। বড় বড় আলেম ছিলেন এক হাজার। তন্মধ্যে চল্লিশজন ছিলেন মুজতাহিদ। যখন তাঁহার সম্মুখে কোন মসলা আসিতো, তখন সেই মসলার উপরে একাধিক রায় পেশ করিতেন। অতঃপর তাঁহার মুজতাহিদ শিষ্যদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন যে, তোমরা আমার রায়গুলির মধ্যে যে কোন একটি গ্রহন করিয়া উহার স্বপক্ষে দলীল পেশ করিতে পারো এবং তিনি চিন্তা ভাবনার জন্য এক মাসের সময় দিতেন। অতঃপর যে রায়টি বেশি দলীল সাপেক্ষ হইতো সেইটি গ্রহন করা হইতো। এই প্রকার মসলাগুলির সমষ্টিগত নাম হইল হানাফী ফিকাহ।

নামাজের নিয়াত নামা

আমার সুন্নী ভাইগন! খুব সাবধান, খুব সাবধান! ওহাবী সম্প্রদায় হানাফী মাযহাবকে সমূলে নির্মূল করিবার জন্য পরিকল্পিতভাবে আগাইয়া আসিতেছে। খুব শীঘ্র সাবধান হইয়া যান। আল হামদু লিল্লাহ! হানাফীগন ছোট ও বড়, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে সবাই মৌখিক নিয়াত না বলিয়া কেহ নামাজে দাঁড়াইয়া থাকে না। ইহা একটি মুস্তাহাব জিনিষ। ইহার মধ্যে বহু উপকারিতা রহিয়াছে। যেমন মনের সঙ্গে মুখের মিল হইয়া যাইবে। সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে অরবী ভাষার চর্চা থাকিবে। নিয়াতে ও নামাজে বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে একতা থাকিবে যে, বিশ্ব মুসলিম বহু ভাষাভাষি কিন্তু নামাজের কাছে সবাই আরবী। ওহাবী সম্প্রদায় এই নিয়াতকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইজন্য নিয়াতের জায়গাটি খুব মজবুত রাখিবার জন্য আমি - 'নামাজের নিয়াত নামা' বাহির করিয়া দিয়াছি। এই নিয়াত নামা আপনার বাড়িতে একটি নয়, বরং একাধিক থাকিবার প্রয়োজন মনে করিবেন। বাড়ির সমস্ত সদস্যের জন্য সমস্ত নামাজের নিয়াত মুখস্ত রাখা জরুরী মনে করিবেন। প্রতিটি মাকতাবে ও ছোট খাটো মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ্যসূচীর মধ্যে নিয়াতনামা রাখা জরুরী মনে করিবেন। আপনি আল্লাহর অয়াস্তে বিশ পঞ্চাশ একশত খানা নিয়া বিনা পয়সায় মানুষের হাতে তুলিয়া দিন।

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) মাষ্টার আবু নাঈম, ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ। আমার দুইটি প্রশ্ন - (ক) ইসলামপুর বাজারের এক ব্যক্তি, যে হইল জাকির নায়েক মার্কা নিউ নামাজী। বর্তমানে নিজেকে বড় পণ্ডিত মনে করিতেছে। লোকটি নাভির নীচে হাত বাঁধাকে একটি অত্যন্ত জঘন্ন ভাষায় বলিয়াছে, যাহা আমি মুখে উচ্চারণ করিতে পারিবো না - নামাজে অমুক জায়গায় হাত বাঁধিবার কথা কোন্ হাদীসে রহিয়াছে? এই লোকটির উপরে শরীয়তের হুকুম কি হইবে? (খ) এক ব্যক্তি নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে বিদয়াত বলিয়াছেন। নাভীর নিচে হাত বাঁধিবার কি কোন হাদীস

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাই?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। (ক) জাকির নায়েক একজন গোমরাহ মানুষ। যাহারা তাহাকে অনুসরণ করিয়া থাকে তাহারাও গোমরাহ। যে লোকটি নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে ঘৃণা ভরে নোংরা ভাষা ব্যবহার করিয়াছে সে ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্য তওবা জরুরী। অন্যথায় তাহাকে সালাম কালাম করা হারাম হইবে। কারণ, নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত। প্রকাশ থাকে যে, সুন্নাতকে ইহানাত বা অবজ্ঞা করা কুফরী।

(খ) নামাজে নাভীর নিচে হাত বাঁধাকে বিদয়াত বলা গোমরাহী। কারণ, শেরে খোদা হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু ইহাকে সুন্নাত বলিয়াছেন। হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন - সুন্নাত হইল নাভীর নিচে হাতের উপরে হাত রাখিয়া দেওয়া। হাদীসটি মোসনাদে ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ শরীফ, দারু কুৎনী ও বায়হাকী শরীফের মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিতাবগুলি সবই হাদীসের কিতাব। বিশেষ করিয়া আবু দাউদ সিহাহ সিত্তার মধ্যে গন্য। ইহা ছাড়াও ইমাম মোহাম্মাদ তাঁহার 'আসার' এর মধ্যে হাদীসটি বর্ণনা করিয়াছেন। এক সঙ্গে অনেক হাদীস দেখিতে হইলে সহীহুল বিহারী ৩৮৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে হইবে। এইগুলি ছাড়াও হানাফী মাযহাবে সমস্ত ফিকহের কিতাবে নাভীর নিচে হাত বাঁধিবার কথা বলা হইয়াছে। বর্তমানে সৌদীর ওহাবীরা একটি কিতাব ব্যাপক ভাবে মানুষের হাতে তুলিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। কিতাবটির নাম হইল 'শারহু উমদাতুল ফিকহ'। এই কিতাবের প্রথম খণ্ডে ২৭০ পৃষ্ঠায় নাভীর নিচে হাত বাঁধা মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহাকে বিদয়াত বলা কিংবা ব্যাঙ্গ করা বেঈমানী ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২) ফারুক আব্দুল্লাহ, মুসলিম ঘোপা, দরং, আসাম। আমাদের এখানে কিছু দিন পূর্বে ফুরফুরা থেকে এহিয়া সিদ্দিকী আসিয়াছিল। তাহার বক্তব্যে মানুষ সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। তাহার বক্তব্যে ওহাবী দেওবন্দীরা সন্তুষ্ট। কিয়াম সম্পর্কে তাহার বক্তব্য হইল যে, ইহা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। করিলে চলিবে, না করিলে চলিবে। আমাদের এলাকায় তাহার প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আপনার নিকটে দুইটি বিষয়ে জানিতে চাহিতেছি - (ক) ফুরফুরা পন্থীরা সুন্নী, না দেওবন্দী? (খ) কিয়াম করা কি?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। (ক) ফুরফুরা পন্থীরা আসলেই দেওবন্দী। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে দেওবন্দীদের থেকে আলাদা থাকিয়া সুন্নী সাজিয়া থাকে। যেমন মীলাদ, মাহফিলে কিয়াম, আজানের পরে হাত তুলিয়া মুনাজাত, আখিরুজ্জোহর ইত্যাদি। বর্তমানে ফুরফুরার পীর খান্দানের একাংশ সরাসরি দেওবন্দী হইয়া গিয়াছে। আর একাংশ যেখানে যেমন সেখানে তেমন করিয়া চলাফেরা করিতেছে। আকায়েদ ও আমলে ইহারা আহলে সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী। পশ্চিম বাংলায় ইহাদের বহু এলাকা তাবলিগী জামায়াত হইয়া গিয়াছে। এমনকি ইহাদের অনেক খানকাকে তাবলিগী জামায়াতের মারকায করিয়া দিয়াছে। এক কথায় ইহারা দেওবন্দীদের থেকেও খারাপ।

(খ) কিয়াম করা মুস্তাহাব। কিন্তু যেহেতু বর্তমানে সুন্নী ও ওহাবী দেওবন্দীদের মাঝে কিয়াম একটি বিশেষ প্রতীক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই কারণে কিয়ামকে কায়েম রাখিয়া দেওয়া অয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩) রফীকুল ইলাম রেজবী, চাঁচল - মালদা। একজন মানুষ তাহার স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়াছে। ইদ্দাতের মধ্যে তাহাকে রাজয়াত করে নাই অর্থাৎ ফেরৎ নেয় নাই। এখন এই মহিলা যদি অন্যত্রে বিবাহ করিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামীর নিকট থেকে আরো এক তালাক নিতে হইবে কিনা? এ বিষয়ে পরিস্কার করিয়া বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। এক তালাক অথবা দুই তালাকের পর যদি স্বামী ইদ্দাতের মধ্যে অর্থাৎ তিন হায়েজ পূর্ণ হইবার পূর্বে স্ত্রীকে ফেরৎ না নিয়া থাকে, তাহা হইলে বিবাহ বন্ধন বাতিল হইয়া যায়। স্বামীর নিকট থেকে আর তালাক নেওয়ার প্রয়োজন হইয়া থাকে না। মহিলা অন্যত্রে বিবাহ করিতে পারিবে। যদি স্বামী তাহাকে ফেরৎ নিতে চাহিয়া থাকে এবং মহিলা স্বামীর নিকটে আসিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে তাহা হইলে কেবল একটি নতুন মোহর ধার্য করিয়া এবং দুইজন সাক্ষী রাখিয়া বিবাহ করিয়া নিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৪) লুৎফুর রহমান, মাড়গ্রাম - বীরভূম। স্বামী স্ত্রী আপশে হাসি ঠাট্টা করিবার সময়ে যদি স্বামী সোহাগ করিয়া স্ত্রীকে বলিয়া থাকে - তুমি আমার খালাতো বোন কিংবা তুমি আমার মামাতো বোন ইত্যাদি, তাহা হইলে কি কোন ক্ষতি হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। খালাতো বোন, মামাতো বোন ও ফুফাতো বোনের সহিত বিবাহ জায়েজ। সুতরাং স্বামী মজাক করতঃ স্ত্রীকে এই প্রকার বোন বলিলে কোন দোষ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৫) সুলাইমান, হাসনাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। মেয়েটির পেটে বাচ্চা রহিয়াছে। এই তালাক হইবে কিনা? বিধান বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় তালাক দিলে তালাক হইয়া যাইবে। বাচ্চা প্রসবের পরে মেয়েটি অন্যত্রে বিবাহ করিতে পারিবে। তালাকদাতা স্বামীর সহিত সরাসরি বিবাহ হারাম হইবে। অন্যত্রে বিবাহের পরে সেই স্বামী মরিয়া গেলে কিংবা তালাক দিলে ইদ্দাতের পরে পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৬) জাকির হোসেন, কুশমুণ্ডী, দিনাজপুর। যে কবর স্থানে ওহাবীদের দাফন হইতেছে সেই কবর স্থানে যিয়ারতের জন্য যাওয়া জায়েজ হইবে কিনা? কবর স্থানে সুন্নীদেরও কবর রহিয়াছে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সুন্নীদের কবরস্থানে ওহাবী কিংবা কাদিয়ানীদের কবর দিতে দেওয়া জায়েজ হইবে না। যে কবরস্থানে সুন্নী ও ওহাবী উভয় দাফন হইয়া থাকে সেই কবরস্থানের যিয়ারত বন্ধ করা হইবে না। অবশ্য দোয়ার সময়ে খাস করিয়া দোয়া করিতে হইবে - ইয়া আল্লাহু! যাহা পড়া শোনা করা হইয়াছে ইহার সওয়াব সমস্ত মুমিন মুমিনাতের রূহে পৌঁছিয়া দাও। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৭) হাফেজ শফীউল্লাহ, ইটাসরান, মুর্শিদাবাদ। টি. এম. সি. পার্টি করা যাইবে কিনা? কোন আলেম সক্রিয়ভাবে টি. এম. সি. করিতে পারিবে কিনা? বন্দেমাতরম বলা কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আমাদের ভারত হইল গনতন্ত্র দেশ। ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠন করা হয়। সরকারী শক্তি একটি বড় শক্তি। এই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইলে ভোটের মাধ্যম নিতে হইবে। সুতরাং ভোট দেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। এইবার পার্টি নির্বাচন করিবার ব্যক্তি স্বাধীনতা সবার রহিয়াছে। সুতরাং যদি কেহ টি. এম. সি. পার্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, তাহা হইলে করিতে পারিবে। তবে সব সময়ে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে পার্টির দ্বারা ইসলামের ক্ষতি সাধন হইবে সে পার্টি থেকে সরিয়া আসা জরুরী।

আলেমদের জন্য হুঁশিয়ার হইয়া রাজনীতির পথে পা ফেলা উচিত। ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন আলেম যদি কোন পার্টি করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইল সতন্ত্র কথা। মুসলিম সমাজের স্বার্থে আলেমদের যদি পার্টি করিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা হইলে নির্ভরযোগ্য কিছু আলেম কোন পার্টিতে যোগ দিতে পারেন। আমাদের বুজুর্গদের মধ্যে এইরূপ দেখা গিয়াছে। এখন যেহেতু টি. এম. সি. পার্টি ক্ষমতায় রহিয়াছে, এই কারণে যদি কোন আলেম ভাল উদ্দেশ্য নিয়া টি. এম. সি. করিয়া থাকে তাহা হইলে নাজায়েজ হইবে না।

'বন্দেমাতরম' একটি শিকী কথা। কেহ যদি শব্দের সঠিক অর্থ নিয়া বন্দেমাতরম বলিয়া থাকে, তাহা হইলে মোশরেক হইবে। আর যদি কেহ কেবল রাজনৈতিক খাতিরে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে হারাম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৮) বায়তুল হক, দস্তুরহাট, আজীমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে আনিবার জন্য একজন লোককে পাঠাইয়াছে এবং স্ত্রীকে বলিয়া দিয়াছে যে, তুমি না আসিলে তালাক দিয়া দিবো। লোকটির স্ত্রী আসে নাই। এখন লোকটির তালাক দিতে হইবে, না কাফ্ফারা দিতে হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু লোকটি কসম করিয়া কোন কথা বলে নাই। এই কারণে না তাহার কাফ্ফারা দিতে হইবে, না তাহার জন্য তালাক দেওয়া জরুরী। তালাক না দিয়া সংশোধন করিয়া নেওয়া উত্তম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(৯) হুজূর! আমি নদীয়ার করিমপুর এলাকা থেকে শামশের আলী বলিতেছি। পেশাব পায়খানা তো নাপাক। এক মৌলবী সাহেব আবার বলিতেছে যে, নবীর পেশাব পায়খানা পাক ছিল। ইহা কেমন ধরনের কথা। কোনো কিতাবে কি এই ধরনের কথা লেখা রহিয়াছে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব পায়খানা হুজূর পাকের সম্মানার্থে তাঁহার জন্য নাপাক ছিল। কিন্তু হুকুমের দিক দিয়া তাঁহার পেশাব পায়খানা উম্মাতের কাছে পাক। আল্লামা শামী রদ্দুল মুহতার প্রথম খণ্ডে বলিয়াছেন যে, একাংশ শাফয়ী ও ইমাম আবু হানীফার নিকটে হুজূর পাকের পেশাব পায়খানা পাক। ইহা হইল তাঁহার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১০) হাফেজ নাঈমুদ্দীন, বোনহাট - বীরভূম। হুজূর! মোস্তাফাডাঙ্গা বলিয়া একটি গ্রাম রহিয়াছে। সেই গ্রামের সমস্ত মানুষ ফুরফুরা পন্থী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে কিন্তু দেওবন্দী ও ফারাজীদের সহিত তাহাদের খুবই সুসুম্পর্ক। ইহারা কিন্তু মীলাদ কিয়াম করিয়া থাকে। আমাদের জানা নাই যে, ইহারা আসলে কি! ইহারা সুন্নী, না দেওবন্দী? ইহাদের পিছনে নামাজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফুরফুরা পন্থীরা হইল আসলেই দেওবন্দী। দেওবন্দীদের সহিত ইহাদের আকীদায় কোন পার্থক্য নাই। কেবল মাত্র কয়েকটি মসলায় ইহারা দেওবন্দীদের সহিত পার্থক্য রাখিয়া নিয়া দেখাইয়া থাকে যে, আমরা দেওবন্দী নয়। যেমন জালসায় কিয়াম, আজানের পরে হাত তুলিয়া দোয়া ও আখিরুজ্জোহর পড়া ইত্যাদি। ইহারা আকীদায় ও আমলে সুন্নীদের ঘোর বিরোধী। ইহাদের আলেমদিগকে জালসা মীলাদে ডাকিলে তবেই কিয়ামের পক্ষে। অন্যথায় ইহারা বিনা পয়সার কিয়ামের ঘোর বিরোধী। সুন্নীরা যে মসজিদে সকাল সন্ধ্যায় কিয়াম করিয়া থাকে, তাহা ইহাদের কাছে বিদয়াত। এইস্থলে ইহারা বলিয়া থাকে, এইগুলি বেরেলীদের কাজ। ইহারা মাজার শরীফে ফুল চাদর দেওয়ার ঘোর বিরোধী। এইগুলিকে ইহারা শির্ক বিদয়াত বলিয়া থাকে। আবার ঠিক কায়দামতো ধরিয়া ফেলিলে তখন বলিয়া থাকে, আমাদের দাদা হুজূর এইগুলি করিয়া যায় নাই, তাই আমরা করি না। ফুরফুরা পন্থীরা বহুস্থানে নিজেদের খানকাগুলি তাবলিগী জামায়াতের মারকায করিয়া দিয়াছে। ফুরফুরা পন্থী সাধারণ মানুষেরা এখনো পর্যন্ত বহু এলাকায় কঠোরভাবে দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের বিরোধীতা করিয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত এলাকার লোকজনদের ফুরফুরা পন্থী আলেমরা এই বলিয়া বুঝাইতেছে যে, দেওবন্দীদের সহিত আমাদের এমন কিছু পার্থক্য নাই। কেবল কিয়াম নিয়া সামান্য পার্থক্য। কিয়াম কোন ফরজ অয়াজিব নয়, বরং মুস্তাহাব মাত্র। করিলে চলিবে, না করিলে কোন দোষ নাই। মোট কথা, ইহারা দেওবন্দীদের থেকেও খারাপ। কারণ, দেওবন্দীরা প্রকাশ্য শত্রুতার ভূমিকায় থাকিবার কারণে সুন্নীরা তাহাদের থেকে সাবধান হইতে পারিতেছে কিন্তু এই মুনাফিকদের থেকে সুন্নীরা সাবধান হইতে পারিতেছে না। জালসা মীলাদে ইহাদের কিয়াম করা দেখিয়া সুন্নীরা ধোকায় পড়িয়া যায়। নিজেদের আলেম মনে করিয়া জালসায় ডাকিয়া থাকে। এই মোনাফিকদের পিছনে নামাজ পড়া নাজায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১১) খয়রুল ইসলাম, নয়াগ্রাম, বীরভূম। হুজূর! একটি মেয়ে অমুসলিমের সহিত বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতেছিল। মেয়েটি তিন সন্তানের মাতা। মেয়েটি সিঁদুর ব্যবহার করিয়া চলিত। ইতিপূর্বে মেয়েটি আরো দুইজন অমুসলিমের সহিত বিবাহ করিয়াছিল। মেয়েটি মরিয়া গিয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করিবার কথা বলিতেছে। কবরস্থানে দাফন করা চলিবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! হাজার হাজার বার নাউজু বিল্লাহ! এই মহিলাকে কবরস্থানে দাফন করিলে সমস্ত গ্রামবাসী গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১২) আখতার খান, ডাঙ্গাপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। বর্তমানে নিম্নোমানের মোহর কত হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হাদীস পাকে নিম্নোমানের মোহর দশ দিরহাম বলা হইয়াছে। দশ দিরহামের সমান বর্তমান বাজারে তিরিশ গ্রাম ছয়শত আঠার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিলিগ্রাম চাঁদীর মূল্য হইল নিম্নোমানের মোহর। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৩) রূপালী, মানিকনগর, মুর্শিদাবাদ। কুকুর মাংসের হাড়ীতে কেবলমাত্র মুখ দিয়াছে। মাংসে কোন প্রকার ঝোল ছিল না। গরীব মানুষ কথা প্রকাশ না করিয়া উপর থেকে কিছু মাংস ফেলিয়া দিয়া সবাই খাইয়া নিয়াছে। ইহা কোন গোনাহের কাজ হইয়াছে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যখন কুকুর মাংস খায় নাই। কেবলমাত্র মুখ লাগাইয়াছে এবং মাংসে ঝোল ছিল না, আবার উপর থেকে কিছু ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তখন এমন কোন দোষের কাজ হয় নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৪) নদীয়ার শাদীপুর জালসা কমিটির পক্ষ থেকে প্রশ্ন পত্র। (ক) জাকির নায়েক কে? তাহার মসলা মানা যাইবে কিনা? (খ) আশরাফ আলী থানুবীকে মানা যাইবে কিনা? (গ) আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খানের ভুমিকা কি ছিল? (ঘ) জুময়ার খুতবার আজান মসজিদের ভিতরে, না বাহিরে দিতে হইবে? (ঙ) দাফনের পরে কবরের কাছে আজান দেওয়া জায়েজ কিনা? (চ) অন্ধ ইমামের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ কিনা? (ছ) দরূদ ও কিয়ামের দলীল কোরয়ান হাদীসে আছে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। (ক) জাকির নায়েক শরীয়তের কোন আলেম নয়। সে হইল গোমরাহ লা মাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ। বর্তমান ওহাবী সৌদী সরকারের একজন রিয়ালখোর এজেন্ট। হানাফীদের গোমরাহ করাই হইল তাহার কাজ। তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করা সুন্নী মুসলমানদের জন্য গোমরাহীর কারণ। তাহার সম্পর্কে আরো কিছু জানিতে হইলে আমার লেখা - 'গোমরাহ জাকির নায়েক' পাঠ করিতে হইবে।

(খ) আশরাফ আলী থানুবী সাহেব দেওবন্দীদের একজন বড় মাপের আলেম। কিন্তু তিনি হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া বড় ধরনের অন্যায় কথা লিখিবার কারণে উলামায়ে ইসলাম তাহাকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। এইজন্য তাহার কিতাবপত্র পড়া সুন্নী মুসলমানদের জন্য নাজায়েজ।

(গ) ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী ছিলেন যুগের মুজাদ্দিদ। বাতিল থেকে ইসলামকে মুক্ত করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি কম বেশি এক হাজার খানা কিতাব লিখিয়া হক্ককে হক্ক ও নাহক্ককে নাহক্ক করিয়া দেখাইয়াছেন। আর সেই সঙ্গে তিনি হানাফী মাযহাবকে বাস্তবায়িত করিবার লক্ষে ছিলেন। বর্তমানে সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে তিনি হইলেন প্রতীক। যাহারা তাঁহাকে অনুসরন করিয়া চলিয়া থাকে তাহারাই হইল সুন্নী এবং যাহারা তাঁহার বিরোধীতা করিয়া থাকে তাহারা হইল ওহাবী। তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা বইগুলি পাঠ করিতে হইবে - ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলী ও এশিয়া মহাদেশের ইমাম ইত্যাদি।

(ঘ) কেবল খুতবার আজান বলিয়া নয়, বরং কোন আজান মসজিদের ভিতরে দেওয়া জায়েজ নয়। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে জুময়ার জন্য কেবল একটি আজান ছিল। হুজূর পাক যখন মিম্বারে বসিতেন তখন তাঁহার সম্মুখে মসজিদের দরওয়াজায় আজান দেওয়া হইতো। হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারের যুগেও এইরূপ আজান দেওয়া হইতো। (আবু দাউদ) প্রকাশ থাকে যে, হুজূর পাকের যুগে মসজিদে নবূবী একশত হাত লম্বা ও একশত হাত চওড়া ছিল। মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া সুন্নাতের খেলাফ ও জঘন্ন বিদয়াত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা পাঠ করিতে হইবে - 'নকল পরশমনি হইতে সাবধান'।

(ঙ) দাফনের পরে কবরের কাছে আজান দেওয়া মুস্তাহাব। ইহাতে বহু উপকার রহিয়াছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - 'দাফনের পরে' পাঠ করিতে হইবে।

(চ) অন্ধ ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে কিবলামুখি হইয়া নামাজ আদায় করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে।

(ছ) এই প্রকার প্রশ্ন করাই হইল একটি বোকামী কাজ। যুগ যুগ ধরিয়া উলামায় কিরাম যে জিনিষগুলি করিয়া আসিতেছেন সেগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন করাই হইল বিদয়াত ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

গোমরাহী। কারণ, যাহারা এই জিনিষগুলির উপরে প্রশ্ন আনিতেছে তাহারা কেহ ব্রিটিশ প্রিয়ডের আগের নয়। আল্লাহ তায়ালা সূরাহ আহযাবের মধ্যে ঈমানদারদিগকে নবী পাকের প্রতি দরূদ ও সালাম পড়িবার নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু কি প্রকারে পড়িতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই। সুতরাং সর্বাবস্থায় জায়েজ। এই দরূদ সালামের প্রতি প্রশ্ন করিতে যাওয়া ঈমানদারের কাজ নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - তাবলিগী জামায়াতের অবদান! পাঠ করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৫) কাজী পারভীন, শিক্ষিকা ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা - মুর্শিদাবাদ। যাকাতের টাকা পয়সা গোপনে ভাইবোনকে কিংবা ছেলে মেয়েকে দেওয়া যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যাকাতের টাকা পয়সা না বাপ দাদাকে দেওয়া যাইবে, না ছেলেমেয়েকে দেওয়া যাইবে। ইহাদিগকে না গোপনে দেওয়া যাইবে, না প্রকাশ্যে দেওয়া যাইবে। বাপদাদা ও তাহাদের উপরের দিকে এবং ছেলে মেয়ে ও তাহাদের নিচের দিকে কাহারো প্রদান করিলে যাকাত আদায় হইবে না। অবশ্য চাচা ও ফুফীকে এবং ভাই ও বোনকে যাকাতের টাকা পয়সা দান করা জায়েজ। যাকাতের নিয়াত থাকিলে যথেষ্ট হইবে। দেওয়ার সময়ে যাকাত বলিয়া দেওয়া জরুরী নয়। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৬) আনওয়ার রেজা, বোনহাট - বীরভূম। ফুরফুরা পন্থীরা সুন্নী, না দেওবন্দী? ইহারা মীলাদ কিয়াম উরূস ফাতিহা করিয়া থাকে কিনা?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দী। ইহারা পয়সার বিনিময়ে মীলাদে কিংবা জালসায় ডাকিলে কিয়াম করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহাদের একাংশ মীলাদ কিয়ামের ঘোর বিরোধী হইয়া গিয়াছে। আর একদল জালসা জলূসে আসিয়া অবস্থা বুঝিয়া কিয়াম করিতেছে। যদি বুঝিতে পারিয়া থাকে যে, এলাকায় দেওবন্দী জন্মিয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আবার কিয়াম? আর যদি বুঝিয়া থাকে যে, মহল খানিকটা ঠিক রহিয়াছে, তাহা হইলে কিয়াম করিবার পূর্বে বলিয়া থাকে, ইহা করিলে চলিবে, না করিলে চলিবে। খবরদার! কিয়াম নিয়া বাড়াবাড়ি করিবেন না। শেষে একটি শয়তানী কথা বলিয়া কিয়াম আরম্ভ করিয়া থাকে যে, আপনারা নবীকে হাজের নাজের জানিয়া কিয়াম করিবেন না। ফুরফুরা পন্থীরা ইসালে সওয়াব করিয়া থাকে। উরূস ফাতিহার ঘোর বিরোধী। ফজরের নামাজের পরে কিংবা জুময়ার নামাজের পরে কিংবা সকাল সন্ধ্যায় সুন্নীরা যে কিয়াম করিয়া থাকে ইহাতে ইহারা খুবই বেজার। এই কিয়াম সম্পর্কে বলিয়া থাকে, এগুলি বেরেলীদের বাড়াবাড়ি। ইহাদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা পাঠ করিবেন - বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৭) মাষ্টার আবু নাঈম ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ। একজন শিক্ষিত লোককে আমি বলিতে শুনিয়াছি, কাল মার্কসের থেকে তো হজরত মোহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম) এর বেশি জ্ঞান ছিল না কিন্তু তিনি মরনের পরে ঐ দিকের ভয় দেখাইয়া দিয়াছেন, এইজন্য বেশি লোক তাহাকে মানিয়া নিয়াছে। আমি যাহা আপনাকে শুনাইলাম তাহাতে আমি এই কান ধরিয়া নাউজু বিল্লাহ পাঠ করিতেছি। এই লোকটির প্রতি শরীয়তের বিধান কি হইবে?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা জাব্বার ও কাহ্হার। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! হাজার হাজার বার নাউজু বিল্লাহ! এই লোকটি কাফের হইয়া গিয়াছে। লোকটির কাফের হওয়ায় যদি তুমি সন্দেহ করিয়া থাকো, তাহা হইলে তুমিও কাফের হইয়া যাইবে। এই প্রকার লোকের প্রকাশ্য তওবা ও নতুন করিয়া বিবাহ পড়ানো হইলে তবেই তাহার মরনের পরে জানাজা ও মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা জায়েজ হইবে। অন্যথায় হারাম হইবে। যেহেতু হিন্দুস্তানে হদ্ (শাস্তি) নাই, তাই এই সহজ ফতওয়া। অন্যথায় শরীয়তের কাজীর উপরে নির্দেশ যে, তওবার পরে কতল করিয়া দেওয়া। ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু দিলে মারা কুন মোস্তাকীম বেহাক্কে ইয়া কা না'বুদু অ ইইয়াকা নাস্তাঈন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ।

(১৮) ফীমাকুল, ইসলামপুর থানা মোড়, মুর্শিদাবাদ। কোন মহিলা যদি স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য ভ্রুর চুল তুলিয়া সরু করিয়া থাকে, তাহা জায়েজ হইবে কিনা?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। অকারণে দেহের কোন লোম বা চুল তুলিয়া ফেলা জায়েজ নয়। বিশেষ করিয়া মহিলাদের মুখে দাড়ি গোঁফ নাই। ভ্রুর লোমগুলি হইল তাহাদের সৌন্দর্যের একটি বিশেষ কারণ। স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য শরীয়তকে অসন্তুষ্ট করা জায়েজ হইবে না। স্বামীকে বুঝানো উচিত এবং স্বামীর বুঝিয়া যাওয়া উচিত। যদি স্বামীর অসন্তুষ্টি চরমে পৌঁছিয়া যায়, তাহা হইলে কেবল অনিচ্ছায় করিতে পারিবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(১৯) মাওলানা হুমায়ূন কবীর, দাঁড়াকাটি, মুর্শিদাবাদ। হুজূর! ঈদ্‌গাহের মাটিতে স্কুলের রান্নাঘর করা চলিবে কিনা?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যদি ঈদ্‌গাহের মাটি ঈদ্‌গাহের নামে অয়াক্‌ফ হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ মাটিতে অন্য কিছু করা চলিবে না। যেহেতু স্কুলের রান্নাঘর এক রকম স্থায়ী হইয়া যাইবে। এই কারণে ঈদ্‌গাহের মাটিতে করা জায়েজ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২০) আব্দুর রউফ, ঘাঁটাল, মেদিনীপুর। যে সমস্ত মহিলা তালাক প্রাপ্তা হইয়া স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোর্টের আশ্রয় নিয়া বাপের বাড়িতে বসিয়া বৎসরের পর বৎসর স্বামীর নিকট থেকে খোরাক পোষাক আদায় করিতেছে কিংবা বিনা তালাকে স্বামীর সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাপের বাড়িতে বসিয়া খোরাক পোষাক আদায় করিয়া যাইতেছে, ইহা কি হালাল হইতেছে?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তালাক হইবার পরে ইদ্দাতপূর্ণ হইবার পূর্ব পর্যন্ত স্বামী খোরাক পোষাক দিতে বাধ্য। ইদ্দাত পূর্ণ হইয়া যাইবার পরে স্বামীর নিকট থেকে খোরাক পোষাক আদায় করা হারাম হইবে। অনুরূপ স্বামীর সংসারে না থাকিয়া স্বামীর কাছ থেকে খোরাক পোষাক আদায় করা হারাম হইবে। বর্তমানে সরকারী কানুন হইল শরীয়তের উপরে হস্তক্ষেপ করা। মুসলমানদের উচিত, তালাক বিষয়ে সরকারের শরীয়ত বিরোধী কানুনকে মানিয়া না নেওয়া। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২১) মুসলিম রেজা, মোথাবাড়ি বাবলা, মালদা। মুর্দাকে সামনে রাখিয়া কবরস্থানের উন্নতি কল্পে চাঁদা কালেক্‌শন করা যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যে সফরের পরে ফিরিয়া আসিবার সম্ভবনা থাকে, সেই সফরে বাহির হইবার মুহূর্তে অন্য কোন কাজ ভাল লাগিয়া থাকে না। আত্মীয় স্বজনের উচিত, এই বিদায় দেওয়ার সময় এমন কোন কাজ না করা যাহাতে মুসাফিরের বিরক্তি আসিয়া যায়। মানুষ মরনের মাধ্যমে দুনিয়া থেকে শেষবারের মতো বিদায় নিয়া থাকে। এই সফরের পরে ফিরিবার আর তো কোন সম্ভবনা থাকে না। আত্মীয় স্বজন সবাই শোকে দুঃখে মর্মাহত হইয়া চোখের পানি ফেলিতে ফেলিতে বিদায় দিয়া থাকেন। এই রকম এক মুহূর্তে মুর্দাকে সামনে রাখিয়া চাঁদা আদায় করা চরম বিবেক বিরুদ্ধ কাজ। ইহাতে মুর্দার কষ্ট হইয়া থাকে। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে বিরক্তি আসিবার কারন। জ্ঞানীজনেরা এই কাজকে কখনোই মানিয়া নিতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২২) শেরতাজ, শীলচর, আসাম। হুজূর! আমি আপনাকে খুব চিনি কিন্তু আপনি আমাকে জানেন না। আপনার বহু বই পুস্তক আমার নিকটে রহিয়াছে। বর্তমানে আমি আরবে রহিয়াছি। আমি এখানকার ইমামদের পিছনে নামাজ পড়ি না কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে মক্কা শরীফে যাইবো। কাবা শরীফের ইমামের পিছনে কি ইক্তেদা করা যাইবে? এ বিষয়ে আমাকে পরামর্শ দিয়া দিন।

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বর্তমানে আরব শরীফে ওহাবীদের রাজত্ব চলিতেছে। ইহারা বিশ্ব সুন্নী মুসলমানদের মহাদুশমন। ইহাদের আলেম ও তালিবুল ইল্ম সবাই ওহাবী। বিশেষ করিয়া কাবা শরীফ ও মসজিদে নবুবীর ইমামগন হইলেন কট্টর ওহাবী। ইহারা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলাকে অমান্য করিয়া থাকে, হুজূর পাকের রওজা শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ বলিয়া থাকে, হুজূর পাকের শাফায়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে; এইগুলি ছাড়াও আরো অনেকদিক দিয়া ইহারা বদ আকীদাহ। এই জন্য সুন্নী উলামায় কিরাম ইহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়া নাজায়েজ বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। কাবা শরীফের ইমামের পিছনে খবরদার নামাজ পড়িবে না। জামায়াতের সময় সূচী দেখিয়া নিবে। জামায়াতের পরে হাজির হইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন ওয়াক্তের নামাজ পড়িতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা পুনরায় আদায় করা ফরজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৩) আলী হোসেন, ঝাড়খণ্ড। যদি কোন আলেম সিনেমা হলে ফাতিহা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! গোমরাহীর একটি বড় জায়গা হইল সিনেমা হল। এমন হুঁশিয়ার আলেম কে রহিয়াছে যে, সিনেমা হলে ফাতিহা করিবে! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সিনেমা হলে ফাতিহা করিলে প্রকাশ্য তওবা করিতে হইবে। অন্যথায় তাহার পিছনে নামাজ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৪) শরীফুল হক, ঝাড়খণ্ড। হুজূর! পীর ওলীদের মাজারে যে সমস্ত জিনিষ দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন খাসী, মোরগা ইত্যাদি। এইগুলির মালিক কে বা কাহারা? আল্লাহর ওলী মালিক হইবে, না খাদেম?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সমস্ত জিনিষের হাকিকী মালিক আল্লাহ তায়ালা। মানুষ বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত মালের সাময়িক মালিক বা অয়ারিস হইয়া থাকে। কিন্তু মরনের পরে কেহ কোন প্রকারের মালিক বা অয়ারিস হইয়া থাকে না। পীর, ওলীর মাজারে যে সমস্ত জিনিষ হাজির করা হইয়া থাকে সেগুলি হইল আল্লাহ তায়ালার জন্য অয়াক্ফ। পীর ওলী এইগুলির মালিক নয়। যেমন মসজিদে কেহ কোন জিনিষ দান করিলে কেহ উহার খাস মালিক হইতে পারে না। কিন্তু মসজিদ কর্তৃপক্ষ উক্ত মালের মালিক না হইয়া কেবল রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেমাত্র। অনুরূপ মাজারের মালের খরচ খরচার দায়িত্ব থাকে খাদেমদের উপরে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৫) মোহাম্মাদ তাজম্মুল হক, হড়হড়ি, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। আমরা কবরে মুর্দাকে কাইত করিয়া শোয়াইয়া থাকি। আমাদের গ্রামের বহু মানুষ ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে। এক হাজী সাহেব বলিয়াছে, কোরয়ান হাদীসে থাকিলেও মানিব না। এই হাজী সাহেবের উপরে শরীয়তের হুকুম কি হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো এমন একটি মসলা, যাহাতে দুনিয়ার কোন আলেমের দ্বিমত নাই। আর দ্বিমত থাকিবে বা কেন! যেখানে সাহাবায় কিরাম হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুবারক দেহকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইয়াছেন সেখানে কোন্ মুসলমান ইহার বিরোধীতা করিতে পারে! কেহ যদি কবরে কাইত হইয়া শয়ন করিতে না চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে আলাদা কথা। কিন্তু কেহ যদি বলিয়া থাকে যে, কোরয়ান হাদীসে থাকিলেও মানিব না, তাহা হইলে সে হইবে কাফের। সুতরাং হাজী সাহেব যে কথা বলিয়াছে তাহাতে হাজী আর হাজী নাই, বরং পাজীর পাজী হইয়া গিয়াছে। হাজী যদি তাহার এই কথার উপরে প্রকাশ্য তওবা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার জানাজা জায়েজ হইবে। অন্যথায় তাহার কাফন দাফন জানাজা কিছুই জায়েজ হইবে না। হাজীকে শরীয়তের এই সংবিধানটি শুনাইয়া দেওয়া জরুরী। যদি আল্লাহ তায়ালা সুমতি দান করিয়া থাকে, তাহা হইলে জিদ করতঃ জাহান্নামে যাইবার জন্য প্রস্তুত না হইয়া তওবা করিতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৬) ডাক্তার গোলাম মোস্তাফা, ছয়ঘরী, মুর্শিদাবাদ। ফজরের সময় শেষ হইতে মাত্র চার মিনিট বাকী রহিয়াছে। কেবল কোন প্রকারে দুই রাকয়াত ফরজ নামাজ পড়িয়া নিয়াছি। দুই রাকয়াত সুন্নাত পরে পড়িতে হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কোন সুন্নাত নামাজের কাজা নাই কিন্তু ফজরের দুই রাকয়াত সুন্নাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সূর্য উদয়ের পর থেকে জাওয়ালের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়িয়া নিতে হইবে। যদি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর পড়িতে হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৭) মাওলানা তালিবুদ্দীন, ত্রিপুরা। আমি কোন বড় আলেম নয়। আপনার একটি পত্রিকা পাইয়াছি, 'সুন্নী জাগরণ'। ইহা থেকে জানিতে পারিলাম যে, আপনি সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া থাকেন। এই আশায় আপনার নিকটে জানিতে চাহিতেছি। এমন কি কোন হাদীস রহিয়াছে যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতা দিগকে বলিয়া ছিলেন - আমি ইনসান সৃষ্টি করিবো। তোমরা তাহাকে সিজদা করিবে। সমস্ত ফিরিশতা তাহা অস্বীকার করিলে আল্লাহ তায়ালা আগুন দ্বারা সমস্ত ফিরিশতাদের পুড়াইয়া দিয়াছেন। অতঃপর আবার ফিরিশতা সৃষ্টি করতঃ হজরত আদমকে সিজদা করিবার নির্দেশ দিলে ইবলীস ছাড়া সবাই সিজদা করিয়াছে। আপনি দয়া করিয়া কোন্ কিতাবে রহিয়াছে বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। তাফসীরে ইবনো আব্বাসের মধ্যে এই কথা রহিয়াছে। অবশ্য ইহা একটি মিথ্যা কথা। ইহা ইহুদীদের রচনা মাত্র। এ বিষয়ে তাফসীরে নাঈমী ১৪ খণ্ডে সূরাহ হিজরের মধ্যে সম্ভবতঃ ৩৩/৩৪ আয়াতের তাফসীরের মধ্যে তাফসীরে ইবনো আব্বাসের এই ঘটনাটি মিথ্যা বলা হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৮) আব্দুল কুদ্দুস, নেতাজী পার্ক, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ। ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা করা হইয়া থাকে সেই টাকার সুদ নেওয়া চলিবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সুদ সব সময়ে হারাম। ব্যাঙ্ক থেকে যে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায় তাহা কোরয়ান হাদীসের আলোকে সুদে গন্য নয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের মুনাফাকে সুদ বলাই ভুল। উহা নেওয়া জায়েজ ও খাওয়া জায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(২৯) গিয়াসুদ্দীন, মাড়গ্রাম, বীরভূম। একজন মানুষ আকীকা করিবে। মাংস তিনভাগ করতঃ যেমন যাহার প্রাপ্য তেমন তাহাকে দান করিয়া দিবে। কিন্তু কিছু মাংশ আরো প্রয়োজন হইতেছে। এইজন্য চামড়া বিক্রয় করিয়া সেই পয়সায় মাংস ক্রয় করতঃ যদি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কোরবানী অথবা আকীকার মাংস তিন অংশ করা ফরজ অয়াজিব নয়। বরং কেবল মুস্তাহাব। সমস্ত মাংস দান করিয়া দেওয়া জায়েজ, বরং উত্তম। আবার প্রয়োজন হইলে সমস্ত মাংস নিজের কাজে ব্যবহার করাও জায়েজ। চামড়া নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ। কিন্তু বিক্রয় করিলে দান করিয়া দেওয়া জরুরী। তবে ঐ টাকা নিয়া মাংস ক্রয় করতঃ গরীবদের মধ্যে দান করিয়া দেওয়াও জায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩০) হুজূর! আমি বীরভূমের মরারই এলাকা থেকে একজন মাওলানা সাহেব বলিতেছি। আমাদের এলাকায় ভীমপুর নামে একটি জায়গায় এক ব্যক্তি 'আস্‌সাকিনা ট্রাষ্ট' নামে একটি বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান করিতে যাইতেছেন। বর্তমানে সেখানে একটি দ্বীনী মাদ্রাসা চালু করিয়া দিয়াছেন। অনেকগুলি আলেম দ্বারা সেখানে পড়াশোনা চালু করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এলাকার কিছু আলেম বিরোধীতা করিতেছে যে, ট্রাষ্ট খ্রিষ্টানদের জিনিষ। এখন আমি জানিতে চাহিতেছি যে, মুসলমানদের জন্য ট্রাষ্ট নাম দিয়া কোনো দ্বীনী কাজ করা কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান করা জায়েজ কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। ট্রাষ্ট, সোসাইটি ও একাডেমি ইত্যাদি শব্দগুলি হইল ইংরাজি শব্দ। এইগুলি হইল এক একটি সংস্থার নাম। এইসব সংস্থার মাধ্যমে সমাজে সেবামূলক কাজ করা হইয়া থাকে। ট্রাষ্ট খৃষ্টানদের জিনিষ বলিয়া মৌলবীগন সাহেব জাহিলী করিয়াছেন অথবা পরিকল্পিত ভাবে আস্‌সাকিনা ট্রাষ্টের বিরোধীতা করিতে চাহিয়াছেন। হুজূর তাজুশ শরীয়াহ আল্লামা আখতার রেজা খান আজহারী সাহেব কিবলা হইতেছেন উলামায়ে হিন্দের সারতাজ। তিনি 'ইমাম আহমাদ রেজা ট্রাষ্ট' করিয়াছেন। বেরেলী শরীফে 'ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকাডেমি' রহিয়াছে। আল হামদু লিল্লাহ, আমি আমার দারুল ইফতাকে 'রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি' করিয়াছি। এইগুলি সম্পর্কে মৌলবী সাহেবদের মন্তব্য কি! 'আস্‌সাকিনা ট্রাষ্ট' এর মাধ্যমে যদি দ্বীনের কাজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩১) মাওলানা বাশীরুদ্দীন, রামপুরহাট, বীরভূম। হুজূর! আমাদের এলাকার এক মাড়ওয়ারী একটি বড় কারবার করিতে চলিয়াছে। অর্থাৎ মেশিনের মাধ্যমে পাথর ভাঙিবে। তাই আমার দ্বারায় মীলাদ শরীফ করাইয়া উদ্বোধন করিতে চাহিতেছে। আমার মীলাদ করিতে যাওয়া জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। যেহেতু কারবারটি কোন হারাম বা অবৈধ নয়। আবার আল্লাহ ও রসূলের নাম নিয়া শুরু করিতে চাহিতেছে। ইহা তো ইসলামের প্রতি একটি ভাল ধারনা। সুতরাং সেখানে গিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

মীলাদ কিয়াম করায় কোন দোষ হইবে না। তবে বক্তব্যের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার তাওহীদের উপরে আলোকপাত করিবে এবং সততাকে সামনে রাখিয়া কারবার করিবার উপদেশ প্রদান করিবে। আল ইসলামো হাক্কুন, অল কুফরো বাতিল। আল ইসলামু নুরুন, অল কুফরো জুলমাতুন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩২) আব্দুস সালাম, ফরীদপুর, রাণীতলা, মুর্শিদাবাদ। একজন লোক পোল্ট্রী মুরগীর ব্যবস্যা করিয়া থাকে। এখন তাহার প্রশ্ন হইল যে, সে একা একা মুরগী জবাহ করিতে পারিবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলিয়া জবাহ করিতে পারিবে। জবাহ করিবার জন্য সাহায্যকারী নেওয়া শর্ত নয়। সুবিধার জন্য সাহায্যকারী নেওয়া হইয়া থাকে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৩) গোলাম মোস্তফা, সিউড়া, নলহাটি, বীরভূম। কাহারো রক্তদান করা কিংবা বিক্রয় করা যাইবে কিনা? আজকাল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হইতেছে। এই শিবিরে গিয়া স্বেচ্ছায় রক্ত দান করা জায়েজ হইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মানুষের রক্ত, মাংস ইত্যাদি না বিক্রয় করা জায়েজ, না দান করা জায়েজ। রক্ত দান শিবিরে রক্ত দেওয়া জায়েজ নয়। বিশেষ প্রয়োজনে কোন সুন্নী মুসলমানকে রক্ত দেওয়া জায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৪) মোহাম্মাদ সানোয়ার, পোড়লাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ। একটি বহু পুরাতন মসজিদ। বর্তমানে মসজিদের একাংশ মুসাল্লী দেওবন্দী হইয়া গিয়াছে। ইহাদের পুর্বপুরুষগন মসজিদের মাটি দান করিয়াছিল। এখন ইহারা বলিতেছে, আমাদের বাপদাদারা মাটি দান করিয়া গিয়াছে। অতএব, আমাদের মসজিদ। এই কথাকে কেন্দ্র করিয়া সুন্নীরা মসজিদ ছাড়িয়া দিয়া এখানে সেখানে চলিয়া যাইতেছে। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই মসজিদে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কোন ব্যক্তি আল্লাহর অয়াস্তে মসজিদের জন্য মাটি দান করিলে এবং সেই মাটির উপরে নামাজ আরম্ভ হইয়া গেলে তাহা মসজিদ বলিয়া গন্য হইয়া যায়। এই মসজিদের উপরে কাহার কোন দাবী করিবার অধিকার থাকে না। কেহ দাবী করিলে তাহা হইবে অগ্রাহ্য। বর্তমান দেওবন্দীদের বাপদাদাগন নিশ্চয় দেওবন্দী ছিল না। তাহারা আল্লাহর অয়াস্তে মসজিদ করিবার জন্য মাটি দান করিয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের বংশধর দেওবন্দীদের 'আমাদের মসজিদ বলিয়া দাবী করিবার অধিকার নাই'। দাবী করিলেই যে মসজিদ তাহাদের হইয়া যাইবে এমন কথা নয়। এই মসজিদ সুন্নীদের! সুন্নীগন সর্বশক্তি প্রয়োদ করিয়া সেখানে নামাজ পড়িতে থাকিবে। শক্তি প্রয়োগ করা সম্ভব না হইলে সতন্ত্র কথা। এই অবস্থায় মসজিদ ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে না। অন্যথায় সুন্নীদের জন্য মসজিদ ত্যাগ করিলে গোনাহ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৫) মুর্শিদাবাদ, এনায়েতপুর জালাসা কমিটির পক্ষে কয়েকটি প্রশ্ন - (ক) 'কোরয়ানে যাহা থাকিবে তাহা মানিব এবং যাহা না থাকিবে তাহা মানিব না' এইরূপ যদি কেহ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে কি বলা হইবে? (খ) জাশনে ঈদে মীলাদুন নাবী পালন করা কি কোরয়ান বিরোধী কাজ? যদি কেহ এইরূপ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? (গ) আমরা যে দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকি তাহা কি কোন জায়গায় নাই?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। (ক) এই কথাটি হইল গোমরাহ ওহাবী দেওবন্দীদের। এই কথা বলিয়া সুন্নীদের বহু মুস্তাহাব জিনিষকে অস্বীকার করিয়া থাকে। কোরয়ান পাকে সব সময়ে সব জিনিষ সরাসরি পাওয়া যাইবে না। তাই বলিয়া সেই জিনিষ নাজায়েজ হইয়া যাইবে এমন কথা নয়। কোরয়ান পাকে নিষেধ আছে কিনা, তাহা দেখিবার প্রয়োজন। সুতরাং এইরূপ দাবী করা নাজায়েজ যে, কোরয়ান পাকে থাকিলে তবে মানিবো অন্যথায় মানিব না। যে ব্যক্তি এইরূপ কথা বলিবে সে গোমরাহ।

(খ) জাশনে ঈদে মীলাদুন্‌নাবী পালন করা কোরয়ান, হাদীস সম্মত কাজ। ইহার বিরোধীতা করা গোমরাহী। বর্তমানে ইহা আহলে সুন্নাতের আলামাত হইয়া গিয়াছে।

(গ) আল্লাহ তায়ালা কোরয়ান পাকে সূরাহ আহযাবের মধ্যে মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

পড়িবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু দরূদ তৈরি করিয়া দেন নাই। সুতরাং যে দরূদ পাঠ করিবেন তাহা জায়েজ হইবে। যে দরূদ পাঠ করা হইয়া থাকে তাহা সারা বিশ্ব মুসলিমদের জবানে জবানে রহিয়াছে। ইহার থেকে বড় দলীল আবার কি রহিয়াছে! তবে সতন্ত্র কোন দরূদ শরীফের কিতাব খুলিলে এই দরূদ অবশ্য পাওয়া যাইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৬) শুকচাঁদ, গোবিন্দপুর, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ। আমি একজন হিন্দুর বাড়িতে প্রাইভেট পড়াইতে যাই। নামাজের সময় হইয়া গেলে আমি সেই বাড়িতে নামাজ পড়িতে পারিব কিনা? তাহাদের কোন আপত্তি নাই।

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বিশেষত্ব যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অসীলায় তাঁহার উম্মাতের জন্য সমস্ত জমীনকে মসজিদ করিয়া দিয়াছেন। ইহুদী ও ঈসায়ীরা তাহাদের উপাসনালয় ছাড়া কোন জায়গায় উপাসনা করিতে পারে না কিন্তু মুসলমান সর্বত্রে নামাজ আদায় করিতে পারিবে। অবশ্য স্থান পবিত্র হওয়া চাই। অমুসলিমের বাড়িতে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে নামাজ পড়ায় কোন দোষ নাই। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৭) হাবীবুর রহমান, জলপাইগুড়ি। হুজূর! আমি একজন ইমাম সাহেব মানুষ। আমরা কয়েকজন একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছি যে, ইমাম মাহদী কোন্ মাযহাবের মানুষ হইবেন? আমি বলিয়াছি, হানাফী মাযহাব সব চাইতে বড়। সুতরাং এই মাযহাবের মানুষ হইবেন। আমার কথা ঠিক হইয়াছে কিনা, তাহা কিতাবের হাওয়ালায় বলিবেন। আপনি আমাদের জন্য দোয়া করিবেন।

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। বহু মানুষ ধারণা রাখিয়া থাকেন যে, ইমাম মাহদী হানাফী হইবেন। কিন্তু আল্লামা মোল্লা আলী কারী এই কথার বিরোধীতা করিয়াছেন যে, হজরত ইমাম মাইদী কোন মাহযাব অবলম্বী হইবেন না, বরং তিনি হইবেন সতন্ত্র মুজতাহিদ। এইরূপ আলোচনা রদ্দুল মুহাতারের প্রথম খণ্ডে ৫৭ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে। এই মুহূর্তে ইহার থেকে বেশি কিছু লিখিতে পারিব না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৮) হুজূর! আমি মালদার কালিয়াচক এলাকা থেকে একজন মহিলা বলিতেছি। রমযান মাসে রোজাবস্থায় স্বামী কি স্ত্রীকে চুম্বন দিতে পারে?

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। জায়েজ রহিয়াছে কিন্তু সংযমী হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৩৯) আখতার খান, গাড়ীঘাট, মুর্শিদাবাদ। শাশুড়ির সহিত সরাসরি সাক্ষাত করা যাইবে কিন? অনুরূপ স্ত্রীর বড় বোনের সহিত সাক্ষাত করা যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। একটি নিয়মমাফিক কথা কানে রাখিতে হইবে যে, যে মহিলার সহিত বিবাহ হালাল তাহার সহিত অবাধ মেলামেশা বা সরাসরি সাক্ষাত হারাম। আর যাহার সহিত বিবাহ হারাম তাহার সহিত সরাসরি সাক্ষাত হালাল। সুতরাং শাশুড়ির সহিত সাক্ষাত হালাল কিন্তু স্ত্রীর বোন বড় হউক অথবা স্ত্রীর ছোট হউক, অবাধ সাক্ষাত হারাম। বর্তমানে সাবধানতা হেতু শাশুড়ির সহিত অবাধ অতিরিক্ত মেলামেশা করা নাজায়েজ। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪০) সিদ্দিক, কোলকাতা গার্ডেনরিচ এলাকা। হজে গিয়া আরফায় একা একা নামাজ পড়িলে জোহর ও আসর কি একসঙ্গে করিয়া পড়িতে হইবে? ইহার নিয়ম বলিয়া দিবেন।

উত্তর ঃ-আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। নিজের তাঁবুতে কিংবা ঘরে একা একা নামাজ পড়িলে জোহরের অয়াক্তে জোহর ও আসরের অয়াক্তে আসর পড়িতে হইবে। বাদশায়ে ইসলাম কিংবা তাঁহার প্রতিনিধি কাজী বা ইমামের পিছনে পড়িলে আসরের অয়াক্তে জোহর ও আসর এক সঙ্গে পড়িতে হইবে। বর্তমানে সেখানে না ইসালামী বাদশা রহিয়াছে, না তাহার প্রতিনিধি রহিয়াছে। সুতরাং আরফায় একা একা নামাজ পড়িতে হইবে। না আরফায়, না মক্কা ও মদীনা শরীফে তথাকার ওহাবী ইমামদের পিছনে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪১) আবু বাকার, ঝাড়খণ্ড। হুজূর! খালি মাথায় নামাজ পড়া জায়েজ হইবে? ওহাবী সম্প্রদায় খালী মাথায় নামাজ পড়া চালু করিতেছে। যাহা বলিবেন তাহা যেন কোন কিতাবের হাওয়ালায় হইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। খালি মাথায় চলা ইহুদী ও ঈসায়ীদের তরিকা। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবায় কিরাম কখনোই খালি মাথায় নামাজ পড়েন নাই। খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ তাহরিমী। খালি মাথায় নামাজ পড়িলে পুনরায় নামাজকে আদায় করা অয়াজিব। (তাফসীরে নাঈমী খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা ৩৬৪) টুপী, পাগড়ি ইত্যাদি হইল দেহের একটি বিশেষ পোষাক এবং ইসলামের নিদর্শন। সুতরাং এইগুলি বাদ দিয়া নামাজ হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমি আমার ফাতাওয়ার মধ্যে অন্যত্রে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪২) মাওলানা গোলাম নবী, দাঁড়াকাটি, মুর্শিদাবাদ। এক পীর পুত্র ওয়াজের মধ্যে বলিতেছেন যে, হুজূর পাকের ছায়াকে আল্লাহু তায়ালা নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছেন যে, সব সময়ে তাহা দেখিতে থাকিবেন। এইরূপ কথা কি কোন বর্ণনায় রহিয়াছে? আমরা জানি যে, হুজূর পাক হইলেন নূর। এইজন্য তাঁহার ছায়া ছিল না। ইহার পরে আরো কি কারণ থাকিতে পারে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। এইরূপ কোন বর্ণনা আমার সামনে নাই। তবে পীর পুত্রের কথার মধ্যে গোমরাহী পাওয়া যাইতেছে। আল্লাহ তায়ালা তাহার হাবীবকে সব সময়ে সরাসরি দেখিতেছেন। তাঁহার ছায়াকে দেখিবার জন্য নিজের নিকটে রাখিয়া দেওয়ার অর্থ হইল যে, তাহার হাবীব তাহার চোখের আড়াল হইয়া গিয়াছেন। নাউজু বিল্লাহ! হুজূর পাক পয়দা হইবার পর থেকে কখনো এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তায়ালার নজর থেকে আড়াল নহেন।

তাফসীরে নাঈমী পারাহ চৌদ্দতে বলা হইয়া থাকে যে, ছায়া ছায়া ওয়ালার মেসাল বা স্বদৃশ্য হইয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, হুজূর পাকের ছায়া না থাকিবার একটি বিশেষ কারণ হইল যে, কেহ তাঁহার মেসাল বা স্বদৃশ্য হইতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৩) আবুল বাশার, হায়লা কান্দী, আসাম। হুজূর! আপনার একখানা বই পাইয়াছি - দাফনের পরে। এই বইটির মধ্যে আপনি যে সমস্ত মসলা লিখিয়াছেন সেগুলির মধ্যে দুইটি মসলাতে আমাদের দেশের আলেমগন দ্বিমত করিতেছেন। অবশ্য আপনি আপনার বইটির মধ্যে যে সমস্ত কিতাবগুলির উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেগুলি সম্পর্কে তাহারা কিন্তু জোরালো ভাবে কোন কথা বলিতেছেন না। (ক) কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো (খ) দাফনের পরে কবরের কাছে আজান দেওয়া। এখন আমার প্রশ্ন হইল যে, যেহেতু আমাদের দেশে চালু নাই। এই জন্য ফিৎনা হইবার ভয়ে যদি এই মসলাগুলির প্রতি আমল না করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি নাজায়েজ হইবে? এই জিনিষগুলি তো ফরজ অয়াজিব নয়।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। আল্লাহু আকবার হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, ফিৎনার যুগে আমার মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিলে এক শত শহীদের সওয়ার পাইবে। ইহার পরে আবার ফিৎনার ভয়! দুনিয়া কি ফিৎনা মুক্ত হইয়া রহিয়াছে? লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সুন্নী আলেমদের দায়িত্ব কেমন যে, তাহারা কিতাবের কথা বলিয়া মানুষকে মানাইয়া নিতে পারিবেন না! আজ আলেমগন যদি হাল ছাড়িয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তো কিয়ামত পর্যন্ত মসলাগুলি মরিয়া থাকিবে। আপনারা কি তাহাই চাহিতেছেন? কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো এমন একটি মসলা যে, দুনিয়াতে কাহারো দ্বিমত নাই এবং দ্বিমত থাকিতে পারে না। কারণ, হুজূর পাকের পবিত্র দেহ মুবারককে সাহাবাগণ কবর শরীফে কাইত্ করিয়া রাখিয়াছেন। মানুষ সারা জীবন তো হাজার কাজে সুন্নাতের খেলাফ করিয়া চলিতেছে। জীবনের শেষ শয়নটি যদি সুন্নাতের উপরে না হইয়া থাকে, তাহা হইলে দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়। ফরজ অয়াজিব নয় কিন্তু নাজায়েজ হারাম তো নয়! সুন্নাত ও মুস্তাহাবের কি কোন মূল্য নাই? সত্য কথা বলিবার নাম ফিৎনা নয়, বরং সত্যকে গোপন করিয়া রাখা কিংবা সত্যকে অমান্য করিবার নাম হইল ফিৎনা।

দাফনের পরে আজান দেওয়া যদিও জরুরী নয় কিন্তু জায়েজ, ইহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া বর্তমানে এই আজানটি দেওবন্দীদের মধ্যে প্রতীক হইয়া গিয়াছে। সুন্নীরা আজান দিয়া থাকে এবং চুন্নী ও দেওবন্দীরা বিরোধীতা করিয়া থাকে। যাইহোক, এই আজানের মধ্যে

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুর্দার জন্য বহু উপকার রহিয়াছে। আপনারা যখন সুন্নী মানুষ তখন আল্লাহর অয়াস্তে মানিয়া নিয়া আমল করিবার চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৪) হাফেজ আব্দুর রাকীব, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ। হুজূর! একজন লোক তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া করিবার সময়ে বলিয়াছে - তোর উপরে একশত তালাক দুইশত তালাক পাঁচশত তালাক সাতশত তালাক। ইহার ফায়সালা কি হইবে? থানার নির্দেশ যে, তোমার স্ত্রীকে নিয়া আসিতে হইবে। সে স্ত্রীকে নিয়া আসিয়াছে। ইহার সঠিক বিধান বলিয়া দিন।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মহিলার উপরে তিন তালাক হইয়া গিয়াছে। বাকী সমস্ত তালাক বাতিল হইয়া গিয়াছে। এখন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কোন প্রকার সম্পর্ক কায়েম করা হারাম হইবে। সামাজিক বা সরকারী নির্দেশ শরীয়তরে কাছে অগ্রাহ্য। সুতরাং থানার নির্দেশে স্ত্রীকে বাড়িতে আনিলেও তাহার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখিতে হইবে। এখন বিধান হইল যে, মহিলার ইদ্দাত পূর্ণ হইবার পরে অন্যত্রে বিবাহ করিলে এবং সেই স্বামীর সহিত ঘর সংসার হইবার পরে যদি স্বামী মরিয়া যায় কিংবা স্বামী তালাক দিয়া থাকে, তবেই পূর্ব স্বামীর সহিত পুনরায় বিবাহ জায়েজ হইবে। অন্যথায় কোন মতেই নয়। তবে থানার নির্দেশে স্বামীর সংসার করিবার জন্য স্বামীর বাড়িতে আসা মহিলার জন্য হারাম হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ।

(৪৫) আনওয়ার হোসেন, বোলপুর, বীরভূম। একটি মসজিদ শহীদ করতঃ নতুন ভাবে নির্মান করা হইতেছে। মসজিদের পুরাতন কাঠগুলি কেহ যদি ক্রয় করতঃ নিজের বাড়ির কাজে লাগাইয়া থাকে এবং কাঠের উপরে তো স্বামী ও স্ত্রী থাকিবে, ইহা কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। কোন জিনিষ নষ্ট করা জায়েজ নয়। মসজিদের অকেজো জিনিষগুলি ক্রয় বিক্রয় করা জায়েজ। ক্রেতা ক্রয় করিবার পরে তাহা ব্যবহার করিলে কোন দোষ হইবে না। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৬) মোহাম্মাদ রমজানুল মোবারক, ছাত্র ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা, মুর্শিদাবাদ। তা'বীজ ব্যবহার করা চলিবে কিনা? একজন মৌলবী সাহেব বলিতেছে তাবীজ ব্যবহার করা শির্ক। কারণ, উহা লইয়া পেশাব পায়খানায় যাইতে হইয়া থাকে।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। মৌলবী সাহেবের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে অথবা শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহন করিয়াছে। বর্তমানে কথায় কথায় শির্ক বলা একটি বড় ব্যাধি চলিয়া আসিয়াছে। শির্ক কাহাকে বলা হইয়া থাকে তাহা মৌলবী সাহেবের জানা নাই। মৌলবী সাহেব শির্ক হইবার কারণ দেখাইয়াছে যে, তা'বীজ পরিয়া পেশাব পায়খানায় যাইতে হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি পেশাব পায়খানায় যাইবার সময়ে তা'বীজ খুলিয়া রাখিয়া যায়, তাহা হইলে তো শির্ক হইবে না। এখন মৌলবী সাহেবের কথা মতো প্রমাণ হইতেছে যে, তা'বীজ ব্যবহার করা শির্ক নয়, বরং তা'বীজ সহ পেশাব পায়খানাতে যাওয়া শির্ক। লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! কোরয়ানী তা'বীজ ব্যবহার করা অবশ্যই জায়েজ। ইহার স্বপক্ষে কোরয়ান ও হাদীসের বহু দলীল রহিয়াছে। তবে তা'বীজ যদি কোন তন্ত্র মন্ত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে নাজায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৭) মাওলানা জাহাঙ্গীর শেখ, আব্দুল্লাহপুর, মরারই, বীরভূম। হুজূর! অয়াকাফ বোর্ড থেকে সরকার যদি মসজিদ মাদ্রাসায় টাকা দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই টাকা মসজিদের কাজে লাগানো যাইবে কিনা?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। অয়াক্ফ বোর্ডের টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় নেওয়া জায়েজ হইবে। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৮) হাফেজ নিজামুদ্দীন, শীলচর, আসাম। আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বর্ধমানের সোহরাব খান আসিয়াছিল। সুন্নীদের সমস্ত কাজগুলিকে শির্ক বিদয়াত বলিয়া গিয়াছে। যেমন মীলাদ কিয়াম, উরূস ফাতিহা ও বারই রবীউল আওয়ালের জুলূস ও পতাকা ইত্যাদি। সবচাইতে দুঃখের বিষয় হইল যে, পীর ওলীদের উরূস শরীফ উপলক্ষে যে সমস্ত মোরগা ও খাসী ইত্যাদি জবাহ করা হইয়া থাকে সেগুলির মাংসকে শুকরের মাংস অপেক্ষা

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারাপ বলিয়াছে। আপনার বই পুস্তক, পত্র পত্রিকা ও অনেক বক্তব্য আমাদের সামনে রহিয়াছে। তবুও চাহিতেছি যে, নতুন ভাবে সুন্নী জাগরণ পত্রিকার মাধ্যমে এইগুলির উপরে অবশ্যই আলোকপাত করিবেন। আমরা কৃতজ্ঞ থাকিবো।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। সুন্নী মুসলমানদের উচিত, ওহাবী দেওবন্দীদের কথায় কর্ণপাত না করা। যাহারা নিজেদের বদ্ আকীদার কারণে ইসলাম থেকে খারিজ হইয়া রহিয়াছে তাহাদের কথায় কান কেন! শয়তানের দল নিজেদের বুজুর্গদিগের কুফরী ঢাকিবার জন্য সুন্নীদের জায়েজ ও মুস্তাহাব কাজগুলিকে শির্ক বিদয়াত ইত্যাদি বলিয়া চিৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভারত স্বাধীন হইবার পূর্বে এই শয়তানের দল বৃটিশ সরকারের নিমকখোর খাদেম ছিল। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের পাশে শত শত ঝাণ্ডা হাতে নিয়া মিছিলে মিটিংয়ে অংশ গ্রহন করিয়া থাকে কিন্তু বারই রবীউল আউয়ালের পতাকা ও মিছিল দেখিলে শয়তানদের মধ্যে শয়তানী জ্বলন আরম্ভ হইয়া থাকে। আমার লেখা - 'তাবলিগী জামায়াতের অবদান' এর মধ্যে এই মসলাগুলির উপরে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে। এখানে কেবল আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারে জবাহকৃত মোরগ ও খাসীর মাংস সম্পর্কে যত সামান্য আলোকপাত করিতেছি।

জবাহ যদি আল্লাহর নামে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে হালাল এবং জবাহ যদি গায়রুল্লাহর নামে হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে হারাম। এই কথাটি সব সময়ে অবশ্যই স্মরন রাখিতে হইবে। এইবার দেখুন, একটি খাসী দুই বৎসর ধরিয়া কালী কিংবা দূর্গার নামে লালন পালন করা হইয়াছে কিন্তু খাসীটি কোন মুসলমান 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিয়াছে। এই খাসীর মাংস হালাল। আর যদি একটি খাসীকে কোরবানী করিবার জন্য দুই বৎসর পালন করা হইয়াছে কিন্তু কালী অথবা দূর্গা বলিয়া কেহ তাহা জবাহ করিয়া দিয়াছে। এই খাসীর মাংস হারাম। নিশ্চয় পীর ওলীর দরবারে যে সমস্ত পশুগুলি জবাহ করা হইয়া থাকে সেগুলি যদি কোন পীর ওলীর নাম নিয়া জবাহ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই হারাম হইবে। সোহরাব শয়তান কি এইরূপ জবাহ করিবার প্রমান দিতে পারিবে? জবাহ সম্পর্কে আমি যে বর্ণনা দিয়াছি, তাহা সমস্ত বড় বড় তাফসীরের কথা। যেমন - কাবীর, রূহুল বাইয়ান, আহমাদীয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

(৪৯) মাওলানা সায়ফুদ্দীন, বাঁকুড়া। হুজূর! এক দেওবন্দী মৌলবীর সহিত আমার চরম বির্তক হইয়াছে যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আমভাবে বাশার বলা জায়েজ কিনা? আমি বলিয়াছি, নাজায়েজ। মৌলবী সাহেব বলিয়াছে, জায়েজ। মৌলবী সাহেবের দলীল হইল, হুজূর পাক নিজেই বলিয়াছেন - 'আমি তোমাদের মতো বাশার।' সুতরাং আমাদের বলা জায়েজ হইবে না কেন? আমি ইহার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়াছি কিন্তু আপনার নিকট থেকে কোন নতুন জবাব পাইবার আশা করিতেছি।

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা। স্নেহের মাওলানা! আশাকরি তোমার নিকট থেকে দেওবন্দী মৌলবী সাহেব যথার্থ জবাব পাইয়াছে। তবে আমার জবাব হইল যে, হুজূর পাক না জিন, না ফিরিশতা। তিনি অবশ্যই ইনসান ও বাশার কিন্তু আমভাবে তাঁহাকে বাশার বলা হারাম এবং ইহানাত বা অবজ্ঞাভাবে বলা কুফরী। তিনি নিজের বিনয়ীকে প্রকাশ করতঃ বলিয়াছেন - আমি তোমাদের মতো বাশার। তাঁহার এই উক্তিকে ধরিয়া নিয়া তাঁহাকে বাশার বলিবার অধিকার কাহারো নাই। যেমন আশরাফ আলী থানুবী সাহেব বলিয়াছেন - আমি ফিরয়াউন ও হামান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। (তাফখীসা আশরাফুস্ সাওয়ানেহ ৪৭ পৃষ্ঠা) কোন দেওবন্দী কী থানুবী সাহেবকে ফিরয়াউন ও হামান অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিবে কিংবা আমাদের বলিবার অধিকার দিবে? আল্লাহ তায়ালা বুঝিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দাফনের সঠিক পদ্ধতি

ইহাতো অতি সত্য কথা যে, মানব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ের উপরে ইসলামী বিধান রহিয়াছে। সুতরাং ইসলামী বিধান মানিয়া চলা জরুরী। ইসলামী বিধান অনুযায়ী না চলিলে গোনাহ্গার হইতে হইবে কিন্তু অমান্য করিলে কাফের হইতে হইবে।

মুর্দাকে কবরে কি প্রকারে রাখিতে হইবে, নিশ্চয় ইহা সম্পর্কে নির্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে। সেই নিয়ম অনুযায়ী মুর্দাকে কবরে রাখা জরুরী। যদি বিশেষ কারণে ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে সতন্ত্র কথা। কিন্তু গায়ের জোরে বিধান বিরোধী কাজ করা নিশ্চয় অন্যায় হইবে। মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো হইল সঠিক নিয়ম। এই মসলাতে কাহারো কোন দ্বিমত নাই এবং দ্বিমত থাকিতে পারে না। কারণ, স্বয়ং হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন এবং চিৎ করিয়া শোয়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। বাদাউস্ সানায়ে, আল মো'তা সারুজ্ জরুরী। এই হাদীসটি মূল আরবী সহ আমি আমার অন্য বই পুস্তকের মধ্যে নকল করিয়া দিয়াছি। এই নির্দেশকে সামনে রাখিয়া সাহাবায় কিরামগণ হুজূর পাকের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত করিয়া শোয়াইছেন। ইহার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ফতহুল কাদীর, আনওয়ারুল হাদীস, ফাতাওয়ায় রাশীদিয়া ইত্যাদি দেখিতে হইবে। ইহার পরে আর তো কাহারো কিছু বলিবার থাকে না। এইজন্য হানাফী মাযহাবে হউক অথবা শাফয়ী মাযহাবে হউক; কোন মাযহাবে ইহার বিরোধীতা নাই। দেওবন্দীদের সহিত সুন্নীদের শত মসলায় দ্বিমত রহিয়াছে কিন্তু কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার ব্যাপারে সবাই একমত। বরং দেওবন্দীদের কিতাবগুলিতে কাইত করিবার ব্যাপারে বেশি জোর দেওয়া হইয়াছে। ফুরফুরা পন্থী আলেমগনও নিজ নিজ বই পুস্তকে কাইত করিবার কথা লিখিয়া গিয়াছেন। যেমন মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব দাফন কাফনের ২০ পৃষ্ঠায়, ফুরফুরার মেজো হুজূর আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব ফাতাওয়ায় সিদ্দিকীয়া প্রথম খণ্ড ২০০ পৃষ্ঠায় ও ময়জুদ্দীন হামিদী মসলা ভাণ্ডারে মধ্যে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবার কথা বলিয়াছেন। এইগুলি ছাড়া আরো অনেক বাংলা বই পুস্তকে কাইত করিবার কথা বলা হইয়াছে। যে মসলাতে কাহারো কোন প্রকারের দ্বিমত নাই সেই মসলাতে মতভেদ করা মুসলমানের কাজ হইবে!

যে সমস্ত আলেম সামনে না আসিয়া সাধারণ মানুষদের কানে কানে বলিয়া দিয়া থাকে যে, যুদ্ধের ময়দানে বহু মানুষ শহীদ হইয়া ছিল, এই কারণে একই কবরে একাধিক লাশগুলি কাইত করিয়া রাখা হইয়া ছিল মাত্র। এই লোকগুলিকে আলেম মনে করা ভুল হইবে। ইহারা কেহ আলেম নয়, বরং বেঈমান ও শয়তানের শিষ্য। কারণ, এই শয়তানের দল সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ মানুষদের বিবেক করা উচিত যে, যদি কবরে কাইত করা যুদ্ধের ময়দানের ব্যাপার হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহাবায় কিরামগন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবর শরীফে কাইত করিয়া রাখিয়াছেন কেন! তাহার কবরে তো দ্বিতীয় কোন লাশ রাখা হয় নাই এবং না তিনি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হইয়াছেন। বাপ দাদারা যাহা করিয়া গিয়াছে, ভুল হইলেও তাহাই করিবো বলা কাফেরদের কথা। মুসলমানদের কথা হইবে যাহা সঠিক তাহাই করিবো। কবরে কাইত করিয়া শোয়ানোর ব্যাপারে যাহারা বলিতেছে যে, কোরয়ান হাদীসে থাকিলেও মানিব না, তাহারা নিজদিগকে হাজার বার মুসলমান বলিয়া দাবী করিলেও তাহারা মুসলমান নয়, বরং কাফের। এই শ্রেণীর মানুষকে সমাজে মুসলমান বলিয় গন্য করিলেও শরীয়তে ইহারা মুসলমান নয়, বরং কাফের। কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগত ভাবে শরীয়তের কোন কাজ না করিতে পারে কিন্তু অপরকে বাধা দেওয়ার অধিকার নাই। কেহ সুন্নাতের উপরে আমল করিতে চাহিলে তাহাকে বাধা দেওয়ার অর্থই হইবে মক্কার কাফেরদের কাজ।

আমার সুন্নী ভাইগণ! জীবনে তো শত কাজ সুন্নাত বিরোধী করিয়া চলিয়াছেন। কমপক্ষে জীবনের শেষ শয়নটি যেন সুন্নাতের উপরে হইয়া থাকে, এই কথা মনে করিয়া এই মসলাতে দ্বিমত করিবেন না। যদি কোন শয়তানী চক্রান্তে পড়িয়া মসলাটি মানিয়া নিতে না পারেন, তাহা হইলে কাহার বাধা দিয়া যালেম হইবেন না। সমাজে শত

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাজ হারাম রহিয়াছে সেগুলি তুলিবার জন্য কি কোন দিন এক পয়সার চেষ্টা করিয়াছেন? একটি সুন্নাতকে মুর্দা করিয়া রাখিবার জন্য মারপিট দাঙ্গা হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন? আপনারা মুসলমান কোথায়! সত্যিকারে যদি আপনাদের মধ্যে ঈমান থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে মসলাটি মিমাংসা করিবার চেষ্টা করিবেন। আল্লাহ তায়ালা তাওফীকদাতা।

ইমাম আবু হানীফার উপরে কুইজ

(১) ইমাম আবু হানীফার জন্ম সন সম্পর্কে কয়টি অভিমত রহিয়াছে এবং সেগুলি কি কি বর্ণনা কর।
(২) ইমাম আবু হানীফা কত হাদীসের হাফিজ ছিলেন?
(৩) ইমাম আবু হানীফার মোসনাদের সংখ্যা কত? তন্মধ্যে পাঁচটি মোসনাদের নাম বলিতে হইবে।
(৪) ইমাম খাওয়ারেজিমীর জামেউল মাসানীদের মধ্যে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কত?
(৫) ইমাম আবু হানীফার সেই উস্তাদের নাম কি, যিনি পাঁচশত সাহাবায় কিরাম দিগের সহিত সাক্ষাত করিয়া ছিলেন?
(৬) ইমাম আবু হানীফা সাহাবায় কিরাম দিগের নিকট থেকে কত গুলি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন?
(৭) ইমাম আবু হানীফা জীবনে কত বার হজ করিয়া ছিলেন এবং তিনি কত দিন করিয়া মদীনা শরীফে থাকিতেন?
(৮) ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকাল কোথায় ও কি অবস্থায় হইয়াছিল?
(৯) ইমাম আবু হানীফার জানাজা কতবার হইয়া ছিল, শেষ জানাজা কে পড়াইয়া ছিলেন, কতদিন পর্যন্ত মানুষ তাঁহার কবরে কাছে জানাজা পড়িয়াছিলেন?
(১০) ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকালের দিনে কোন্ ইমাম মায়ের পেটে কত বৎসর থাকিয়া জন্ম গ্রহন করিয়া ছিলেন?

সঠিক উত্তর দিতে পারিলে তাহার নাম ধাম পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি

সদস্য উলামায় কিরামগণের নাম

(৩১) শায়খুল হাদীস, মুফতী মাকবুল আহমাদ কাদেরী সাহেব কিবলা (৩২) মুফতী লুৎফর রহমান (৩৩) মাওলানা তাওফীক রেজা (৩৪) মাওঃ আব্দুস সুবহান রেজবী (৩৫) আইউব শাবনাম (৩৬) বাহাউদ্দীন রেজবী (৩৭) আহমাদ রেজা (৩৮) আজীজুল ইসলাম রেজবী (৩৯) আনওয়ারুল হক (৪০) সায়াদুদ্দীন রেজবী (৪১) হাবীবুল ইসলাম রেজবী (৪২) হাবীবুল কারীম (৪৩) আব্দুল মান্নান রেজবী (৪৪) হাজিরুল ইসলাম (৪৫) হাশিম রেজা (৪৬) রফীকুল ইসলাম রেজবী (৪৭) সাইজুদ্দীন রেজবী (৪৮) গাজীউল ইসলাম (৪৯) আব্দুল কারীম রেজবী (৫০) বজলে কারীম চিশতী (৫১) মোহাম্মাদ আজমীর রেজা (৫২) বিলাল হোসেন (৫৩) জাসীমুদ্দীন রেজবী (৫৪) নূহ আলাম রেজবী (৫৫) নিজামুদ্দীন রেজবী (৫৬) মাইনদ্দীন রেজবী (৫৭) ইউনস আলী রেজবী (৫৮) আইনুল হক রেজবী (৫৯) হাফেজ সিরাজুল ইসলাম রেজবী (৬০) মাহবুব হোসেন রেজবী (৬১) মুফীদুল ইসলাম (৬২) শাফীউল্লাহ রেজবী (৬৩) গোলাম মোস্তফা কাদেরী (৬৪) জিয়াউল ইসলাম রেজবী

কয়েকটি ইসলামিক লাইব্রেরী

মুর্শিদাবাদের মধ্যে এই লাইব্রেরীগুলি থেকে পত্রিকা ও আমার বই পুস্তক সংগ্রহ করুণ

(১) গওস ও খাজা ও রাজা লাইব্রেরী - সুন্দরপুর (২) গরীব নাওয়াজ লাইব্রেরী - চেঁচুড়ি (৩) জামালে মিল্লাত লাইব্রেরী - হরিশচন্দ্র পুর (৪) ক্বাদেরীয়া লাইব্রেরী - নলহাটি আটগ্রাম (৫) তাওসিফ রেজা লাইব্রেরী - কান্দী ডাঙ্গাপাড়া (৬) রহমানিয়া লাইব্রেরী - কান্দী ঘাসপাড়া (৭) পাক পাঞ্জাতন লাইব্রেরী - ভরতপুর (৮) রেজা লাইব্রেরী - কয়থা, নলহাটী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

pdf By Syed Mostafa Sakib

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Muftie Azam e Bengal Shaikh Golam Samdani Razvi
Islampur College Road , Murshidabad (W.B) , Pin - 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

সু - সুপথ , সুচেষ্টার আশা,
ন - নবী , অলী গওসের পথের দিশা,
নি - নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা - জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত ।
গ - গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র - রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন - নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ ।

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) আমজাদী তোহফাহ সুন্নী খুতবাহ
(৩) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৪) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৫) কুরানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
(৬) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৮) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৯) দুয়ায় মুস্তফা
(১০) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১১) সেই মহানায়ক কে ?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত ?
(১৩) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৫) 'আনওয়ারে শরীয়াত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৬) মাসায়েলে কুরবানী
(১৭) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৮) 'আল মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(১৯) 'কাশফুল হিজাব' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২১) সুন্নী কলম পত্রিকার তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সালাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মোসনাদে আবু হানীফা
(৩১) মক্কা ও মদীনার মুসাফীর

মূল্য - ১২